মহিলাদের আইনি অধিকার

প্রকাশক
বেহালা কীর্ত্তীকা
এল/ সি -১, ও. ডি. আর. সি হাউসিং এস্টেট,
কলকাতা ৭০০ ০৩৮
ফোন - ২৩৯৬ ৫৬১৭, ৬৪৫৬ ৫৪৩৩

বিন্যাস, অলংকরণ ও মুদ্রণ
প্রিন্ট ডট কম
ই - ৬/৯ পূর্বাশা হাউসিং এস্টেট
১৬০, মানিকতলা মেন রোড
কলকাতা - ৭০০ ০৫৩
ফোন - ৯০০৭৫ ৩৮৩৮০, ৯৮৩০১৩৫৩৮৩

ভূমিকা

আইন সম্পর্কে অস্বচ্ছ ধারণা বা অজ্ঞতা যে কোন মানুষের সুষ্ঠু জীবনযাপনের পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়।

মহিলাদের সাংবিধানিক অধিকার এবং মানবাধিকার সুনিশ্চিত করতে আমাদের দেশে অনেকগুলি ফৌজদারী, দেওয়ানী ও বিশেষ আইন আছে, কিন্তু অধিকাংশ মহিলাই সেগুলি সম্পর্কে বিশেষ ধ্যান-ধারণা নেই। এর কারণগুলি হল, প্রথমত আইনের ভাষা ইংরাজী ও দুরূহ, দ্বিতীয়ত আমাদের দেশের আইন প্রণয়ণ ব্যবস্থা প্রায় সর্বাংশেই পুরুষ-শাসিত এবং সেখানে মহিলাদের প্রবেশাধিকার নেই বললেই চলে।

এই সমস্যাগুলিকে মাথায় রেখে এই বইটি রচিত হল।

এই প্রকাশনার উদ্দেশ্য হবে সমাজের সর্বস্তরের মহিলাদের আইনি অধিকার সম্পর্কে অবহিত করা।

সুতপা চক্রবর্তী
বেহালা কীর্ত্তীকা
মার্চ, ২০২১

যদিও ভারতীয় সংবিধানের চোখে নারী-পুরুষ দুজনেই সমান কিন্তু প্রকৃতপক্ষে পুরুষতান্ত্রিক কাঠামোয় আর্থ-সামাজিক ভাবে নারী-পুরুষের মধ্যে অসাম্য তৈরী করছে নারীর প্রতি বৈষম্য। ফলে, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, জীবিকা-নির্বাহ, প্রভৃতি সব ক্ষেত্রেই ভারতীয় নারীর জন্য সুযোগ সীমিত হয়েছে এবং সব মিলিয়ে সমাজে তার অবস্থান ক্রমাগতই হীন থেকে হীনতর হয়েছে এবং তাকে সম্মুখীন হতে হয় বঞ্চনার, শিকার হতে হয় অত্যাচারের, নির্যাতনের এবং যন্ত্রণার।

এরই প্রতিকারের এবং প্রতিবিধানের জন্য ভারতীয় সংবিধান বিভিন্ন সময়ে যত্নবান হয়েছে। প্রনয়ণ হয়েছে দেওয়ানী এবং ফৌজদারী আইন যাতে নারীর প্রতি ঘটতে থাকা অন্যায় বৈষম্যের অবসান হয় এবং জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে নারী যেন স্বমহিমায় স্বীকৃত হয়।

ফৌজদারী আইন

ভারতীয় দন্ডবিধির ৫০৯ ধারা

কোন ব্যক্তি কোন মহিলার শালীনতাকে অপমান করার অভিপ্রায়ে কোন কথা বলে, শব্দ করে বা অঙ্গভঙ্গী করে বা কোন বস্তু প্রদর্শন করে, এই অভিপ্রায়ে যে এরূপ কথা বা শব্দ মহিলাটি শুনবেন বা এরূপ অঙ্গভঙ্গী বা বস্তুটি মহিলাটি দেখবেন বা মহিলাটির গোপনীয়তায় বলপূর্বক অনধিকার প্রবেশ করলে, ঐ ব্যক্তি শাস্তিযোগ্য অপরাধ করবেন। ঐ শাস্তির পরিমাণ অনধিক এক বৎসর কারাদন্ড বা জরিমানা বা উভয়ই। এই প্রসঙ্গে 'মহিলাদের' অশ্লীল চিত্র নিবারণ আইন ১৯৮৬-এর উল্লেখ করা যেতে পারে। এই আইনের ৩ ধারা অনুসারে কোন ব্যক্তি মহিলাদের অশ্লীল চিত্রযুক্ত কোন বিজ্ঞাপন প্রকাশ করবে না বা প্রকাশের কারণ ঘটাবে না বা অংশগ্রহণ করবে না। ৪ ধারা অনুসারে মহিলাদের অশ্লীল চিত্র সম্বলিত কোন বই,পুস্তিকা, কাগজ, স্লাইড, চলচ্চিত্র, লেখা, আঁকা. চিত্রাঙ্কন, আলোকচিত্র, কোন চিত্র বা মূর্তি তৈরী করা বা তৈরী করার কারণ ঘটানো, বিক্রী করা, ভাড়া দেওয়া, বিলি করা বা ডাকযোগে পাঠানো শাস্তিযোগ্য অপরাধ। এই আইনের ৬ ধারা অনুযায়ী অভিযুক্তের প্রথম অপরাধের ক্ষেত্রে অনধিক দু'বছর কারাদন্ড ও দু'হাজার টাকা জরিমানা হবে, দ্বিতীয় অপরাধের ক্ষেত্রে কারাদন্ডের মেয়াদ ছ'মাস থেকে পাঁচ বছর পর্যন্ত এবং জরিমানা দশ হাজার টাকা থেকে এক লাখ পর্যন্ত হতে পারে। ৭ ধারা অনুযায়ী এই শাস্তি কোনো কোম্পানীর ক্ষেত্রেও প্রয়োজ্য, কোম্পানীর দায়িত্বে থাকা কর্মী এই শাস্তি ভোগ করবেন। অবশ্য বিজ্ঞান, সাহিত্য, করা বা শিক্ষার বিষয়গুলির স্বার্থে, ন্যায়সম্মত ধর্মীয় উদ্দেশ্যে এই ধরণের শাস্তিযোগ্য অপরাধ নয়। ১৯৫২ সালের সিনেমাটোগ্রাফ আইনের দ্বিতীয় অধ্যায় অনুসারে কোনো চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে এই আইন প্রযোজ্য হবে না।

ভারতীয় দন্ডবিধির ৩৫৪ ধারা

কোন ব্যক্তি কোন মহিলার শ্লীলতাহানির অভিপ্রায়ে তাকে আঘাত করলে বা তার উপর বলপ্রয়োগ করলে তা শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলে পরিগণিত হবে। এই অপরাধে অভিযুক্তের শাস্তির পরিমাণ অনধিক দু'বছর কারাদন্ড বা জরিমানা বা দুটিই।

ভারতীয় দন্ডবিধির ৩৬০ ধারা

কোন ব্যক্তি কোন মহিলাকে তাঁর সম্মতি ব্যতিরেকে বা তাঁর পক্ষে আইনত সম্মতিদানকারীর সম্মতি ব্যতিরেকে ভারতের সীমা পার করে অন্যত্র নিয়ে গেলে তা অপহরণ ও শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলে বিবেচিত হবে।

ভারতীয় দন্ডবিধির ৩৬১ ধারা

কোন ব্যক্তি আঠেরো অনুর্দ্ধ কোন মেয়েকে তার আইনি অভিভাবকের কাছ থেকে সম্মতি ছাড়া ফুসলিয়ে নিয়ে গেলে তিনি অপহরণ ও শাস্তিযোগ্য অপরাধ করবেন।

ভারতীয় দন্ডবিধির ৩৬২ ধারা

কোন ব্যক্তি কোন মহিলা বা পুরুষকে বল প্রয়োগ করে, বাধ্য করে বা ছলচাতুরির সাহায্যে একস্থান থেকে অন্যস্থানে নিয়ে গেলে তা অপহরণ ও শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলে গণ্য হবে।

ভারতীয় দন্ডবিধির ৩৬৩ ধারা

কোন ব্যক্তি কোন মহিলা বা পুরুষকে ভারত থেকে বা তার অভিভাবকের কাছ থেকে অপহরণ করলে তার সাত বছর পর্যন্ত কারাদন্ড ও জরিমানা হবে।

ভারতীয় দন্ডবিধির ৩৬৬ ধারা

কোন ব্যক্তি কোন মহিলাকে বিবাহে বাধ্য করতে বা যৌন সহবাসে লিপ্ত হতে বাধ্য করার জন্য অবহরণ, বলপূর্বক অবহরণ বা প্রলুব্ধ করলে তিনি শাস্তিযোগ্য অপরাধ করবেন। কোন ব্যক্তি কোন মহিলাকে পদ ও ক্ষমতার অপব্যবহহার করে, ভীতি প্রদর্শন করে বা প্রলুব্ধ করে অবৈধ যৌন সহবাসে লিপ্ত করার উদ্দেশ্যে একস্থান থেকে অন্যস্থানে নিয়ে গেলে তা শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলে গণ্য হবে। এ ক্ষেত্রে অপরাধীর শাস্তি হল দশ বছর পর্যন্ত কারাদন্ড ও জরিমানা।

ভারতীয় দন্ডবিধির ৩৬৬(ক) ধারা

কোন ব্যক্তি আঠেরো অনুর্দ্ধ কোন মেয়েকে অবৈধ যৌন সহবাসে লিপ্ত করার উদ্দেশ্যে, যে ভাবেই হোক না কেন, এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যেতে বাধ্য বা প্রলুব্ধ

করলে তা শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলে বিবেচিত হবে। এ ক্ষেত্রে শাস্তি দশ বছর পর্যন্ত কারাদন্ড ও জরিমানা।

ভারতীয় দন্ডবিধির ৩৬৬ (খ) ধারা

কোন ব্যক্তি ভারতের সীমানা বাইরে থেকে একুশ অনুর্দ্ধ কোন মেয়েকে অবৈধ যৌন সহবাসে লিপ্ত করতে বাধ্য বা প্রলুব্ধ করে নিয়ে আসলে তা শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলে গণ্য হবে। শাস্তির পরিমাণ দশ বছর পর্যন্ত কারাদন্ড ও জরিমানা।

ভারতীয় দন্ডবিধির ৩৭২ ধারা

কোন ব্যক্তি আঠেরো অনুর্দ্ধ কোন মেয়েকে পতিতাবৃত্তি বা অন্যকোন ব্যক্তির সাথে অবৈধ যৌন সহবাস করার জন্য বিক্রি করলে, ভাড়া দিলে বা অন্যভাবে হস্তান্তর করলে তা শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলে বিবেচিত হবে। এই শাস্তির পরিমাণ দশ বছর পর্যন্ত কারাদন্ড ও জরিমানা।

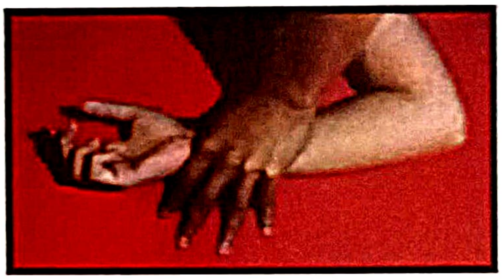

ভারতীয় দন্ডবিধির ৩৭৩ ধারা

কোন ব্যক্তি আঠেরো অনুর্দ্ধ কোন মেয়েকে পতিতাবৃত্তি বা অন্য কোন ব্যক্তির সাথে অবৈধ যৌন সহবাস করার জন্য ক্রয় করলে, ভাড়া নিলে,বা অন্যভাবে নিজের হেফাজতে রাখলে তা শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলে গণ্য হবে। এই অপরাধের শাস্তি দশ বছর পর্যন্ত কারাদন্ড ও জরিমানা।

অবৈধ পাচার নিরোধক আইন, ১৯৫৬

মহিলা ও পুরুষ উভয়েরই দেহ ব্যবসা নিরোধের জন্য এই আইন প্রণীত হয়। এই আইনে কোন মহিলার উপর বাণিজ্যিক কারণে যৌন শোষণ হলে, তাকে দিয়ে পতিতাবৃত্তি করানো হচ্ছে বলা হয়। কোন ব্যক্তি, ঘর, যানবাহন বা অন্যকোন স্থানে এই বাণিজ্যিক যৌন শোষণ চালানো হলে, সেই স্থানকে পতিতালয় বলা হয়।

এই আইনে ষোল অনুর্দ্ধ ব্যক্তিকে শিশু এবং আঠেরো অনুর্দ্ধ ব্যক্তিকে নাবালিকা বলা হয়।

এই আইনের ৩ ধারা অনুসারে যিনি পতিতালয় পরিচালনা করেন তিনি শাস্তিযোগ্য অপরাধী। প্রথম অপরাধের ক্ষেত্রে এই শাস্তির পরিমাণ এক বছর থেকে তিন বছর পর্যন্ত কারাদন্ড এবং দু'হাজার টাকা পর্যন্ত জরিমানা। দ্বিতীয় এবং তারপরের অপরাধের ক্ষেত্রে শাস্তি হল দু'বছর থেকে পাঁচ বছর পর্যন্ত কারাদন্ড এবং দু'হাজার টাকা পর্যন্ত জরিমানা।

পতিতালয়ের মালিক, ভাড়াটে, লিজ গ্রহীতা বা দখলদার, ঐ স্থানকে পতিতালয় হিসাবে ব্যবহার করায় ইচ্ছাকৃত ভাবে সায় দিলে, তা শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলে গণ্য হবে। প্রথম অপরাধের জন্য শাস্তি হবে দু'বছর পর্যন্ত কারাদন্ড এবং দু'হাজার টাকা পর্যন্ত জরিমানা। দ্বিতীয় ও তারপরের অপরাধের ক্ষেত্রে শাস্তি হবে পাঁচ বছর পর্যন্ত কারাদন্ড ও জরিমানা।

পতিতালয় চালানোর বিষয়টি কোনো স্থানীয় প্রচারিত সংবাদপত্রে প্রকাশিত হলে এবং সেই প্রকাশনার বিরুদ্ধে কিছু প্রমাণিত না হলে ধরে নেওয়া হবে যে সংশ্লিষ্ট বাড়িটির মালিক, ভাড়াটে, লিজ গ্রহীতা বা দখলদার, বাড়িটি যে পতিতালয় হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে সে বিষয়ে অবগত আছেন এবং তিনি আদালতে দোষী সাব্যস্ত হলে বাড়িটির লিজ বা চুক্তিপত্র বাতিল বলে বিবেচিত হবে।

এই আইনের ৪ ধারা অনুসারে কোনো ব্যক্তি যদি সজ্ঞানে আঠারো অনুর্দ্ধ কোনো মেয়ের পতিতাবৃত্তির উপার্জনে জীবনধারণ করেন তাহলে তিনি শাস্তিযোগ্য অপরাধ করবেন এবং শাস্তির পরিমাণ হবে দু'বছর পর্যন্ত কারাদন্ড এবং এক হাজার টাকা পর্যন্ত জরিমানা। আর যদি এই জীবনধারণ কোন শিশুর পতিতাবৃত্তির উপার্জনে হয় তাহলে ঐ ব্যক্তির শাস্তি হবে সাত বছর থেকে দশ বছর পর্যন্ত কারাদন্ড।

এই আইনের ৫ ধারা অনুযায়ী কোন ব্যক্তি পতিতাবৃত্তির উদ্দেশ্যে কোন মহিলাকে তাঁর সম্মতিতে বা সম্মতি ছাড়া সংগ্রহ করলে বা সংগ্রহ করার চেষ্টা করলে, কোন মহিলাকে পতিতাবৃত্তির উদ্দেশ্যে পতিতালয়ে নিয়ে যেতে প্রবৃত্ত করলে, কোন মহিলাকে পতিতাবৃত্তির উদ্দেশ্যে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে নিয়ে গেলে, তা শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলে বিবেচিত হবে। শাস্তির পরিমাণ হবে তিন বছর থেকে সাত বছর পর্যন্ত কারাদন্ড ও দু'হাজার টাকা জরিমানা। এই অপরাধ যদি নিপীড়িতা মহিলার ইচ্ছার বিরুদ্ধে হয়, সেক্ষেত্রে ঐ ব্যক্তির চোদ্দ বছর পর্যন্ত সশ্রম কারাদন্ড হতে পারে। নিপীড়িতা মহিলাটি শিশু হলে সাত বছর থেকে যাবজ্জীবন কারাদন্ড হবে। নিপীড়িতা মহিলা নাবালিকা হলে শাস্তির পরিমাণ হবে সাত থেকে চোদ্দ বছর পর্যন্ত কারাদন্ড।

এই আইনের ৬ ধারা অনুযায়ী কোন ব্যক্তি কোন মহিলাকে তাঁর সম্মতি নির্বিশেষে অন্য পুরুষের সাথে অবৈধ যৌন সহবাস করানোর জন্য কোন স্থানে আটকে রাখলে তিনি শাস্তিযোগ্য অপরাধ করবেন। শাস্তির পরিমাণ সাত বছর থেকে দশ বছর পর্যন্ত কারাদন্ড ও জরিমানা। কোন শিশুর সাথে যদি কোন ব্যক্তিকে পতিতালয়ে পাওয়া যায় তাহলে বিরুদ্ধ কিছু প্রমাণিত না হলে ধরে নেওয়া হবে যে ঐ ব্যক্তি উপরোক্ত অপরাধে অপরাধী। পতিতালয়ে থাকা কোন শিশু বা নাবালিকাকে ডাক্তারী পরীক্ষায় যদি প্রমাণিত হয় যে তাদের উপর যৌনাচার হয়েছে সেক্ষেত্রে বিরুদ্ধ কিছু প্রমাণিত না হলে ধরে নেওয়া হবে যে তাদের পতিতালয়ে

আটকে রেখে বাণিজ্যিক যৌন শোষণ করা হয়েছে। কোন ব্যক্তি কোন মহিলাকে পতিতালয়ে থাকতে বাধ্য করার উদ্দেশ্যে তার গহনা, কাপড়-চোপড়, টাকা-পয়সা, ইত্যাদি আটকে রাখলে ধরে নেওয়া হবে যে বাণিজ্যিক যৌন শোষণের জন্য তাকে আটকে রাখা হয়েছিল।

আইনের ৭ ধারা অনুযায়ী কোন ব্যক্তি নিজ বা অপর কারোর সাথে ধর্মীয় উপাসনালয়, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, হোটেল, হাসপাতাল, নার্সিং হোম বা পুলিশ কমিশনার অথবা সংশ্লিষ্ট ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক বিজ্ঞাপিত সর্বসাধারণের নিমিত্ত স্থানের দুশো মিটারের মধ্যে পতিতালয় চালালে শাস্তিযোগ্য অপরাধ করবেন, শাস্তির মেয়াদ হবে তিনমাস পর্যন্ত কারাদন্ড। ঐ পতিতাবৃত্তিতে শিশু ও নাবালিকাকে কাজে লাগানো হলে, অপরাধীর শাস্তির মেয়াদ হবে সাত বছর থেকে যাবজ্জীবন পর্যন্ত কারাদন্ড ও জরিমানা। যদি কোন সর্বসাধারণের স্থানের রক্ষক সেখানে পতিতাবৃত্তি চালানোর অনুমতি দেয়, যদি কোন ব্যক্তি ঐ নিষিদ্ধ দুশো মিটারের মধ্যে অবস্থিত কোন বাড়ীর ভাড়াটে, লিজ গ্রহীতা, দখলদার হিসেবে সেখানে পতিতাবৃত্তি চালানোর অনুমতি দেয়, ভাড়া দেয়, এরা সকলেই শাস্তিযোগ্য অপরাধ করবে। প্রথমবার অপরাধের জন্য তিন মাসের জন্য কারাদন্ড ও দুশো টাকা পর্যন্ত জরিমানা হতে পারে।

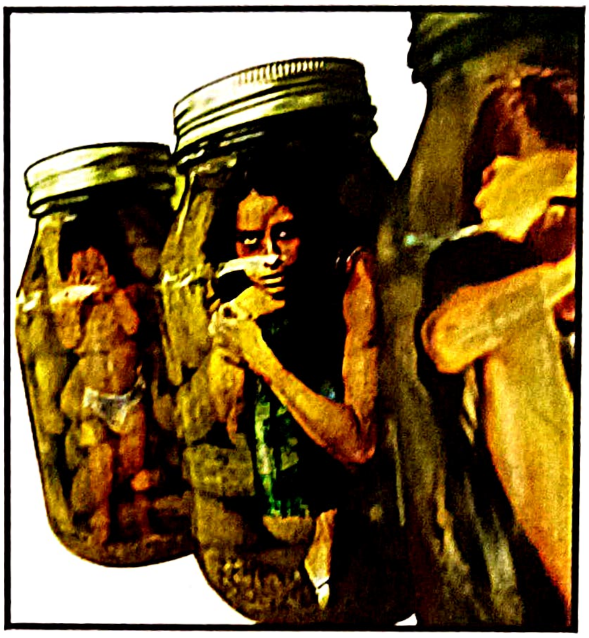

ঐ সর্বসাধারণের স্থানটি হোটেল হলে সেটি চালানোর লাইসেন্স তিন মাস থেকে এক বছরের জন্য রদ হতে পারে। ঐ হোটেলে কোন নাবালিকা বা শিশুকে দিয়ে পতিতাবৃত্তি চালানো হলে, সেটির লাইসেন্স চিরকালের জন্য বাতিল হবে।

এই আইনের আট ধারায়, কোন মহিলা কোন পুরুষকে সর্বসাধারণের জন্য (নিমিত্ত) স্থানে পতিতাবৃত্তির উদ্দেশ্যে প্রলুব্ধ করলে, তিনি শাস্তিযোগ্য অপরাধ করবেন। প্রথম অপরাধের ক্ষেত্রে ছ'মাস পর্যন্ত কারাদন্ড এবং পাঁচশো টাকা পর্যন্ত জরিমানা এবং দ্বিতীয় ও পরবর্তী অপরাধের জন্য এক বছর পর্যন্ত কারাদন্ড ও পাঁচশো টাকা পর্যন্ত জরিমানা হতে পারে।

এই আইনের নয় ধারায়, কোন ব্যক্তি তাঁর হেফাজতে বা তত্ত্বাবধানে থাকা কোন মহিলাকে পতিতাবৃত্তি করতে প্রলুব্ধ করলে, তিনি শাস্তিযোগ্য অপরাধ

করবেন। এই অপরাধে শাস্তি হবে সাত বছর থেকে যাবজ্জীবন পর্যন্ত কারাদন্ড ও জরিমানা।

আইনের দশ ধারা অনুসারে উপরোক্ত ৭ ও ৮ ধারা অনুযায়ী দোষী সাব্যস্ত কোন মহিলাকে তার চরিত্র, শারিরীক অবস্থা, মানসিক অবস্থা, ও অন্যান্য পরিস্থিতি বিচার করে আদালত তাকে কারাদন্ড দেওয়ার বদলে সংশোধনক্ষম কোন প্রতিষ্ঠানে দুই থেকে পাঁচ বছর পর্যন্ত রাখার আদেশ দিতে পারবে। অবশ্য ঐ মহিলা ঐ আদেশের বিরুদ্ধে উচ্চতর আদালতে আপিল করতে পারবেন।

এই আইনের সমস্ত অপরাধই কগনিজেবল বা প্রগ্রাহ্য অপরাধ, অর্থাৎ পুলিশ আদালতের গ্রেফতারী পরোয়ানা ছাড়াই অভিযুক্তকে গ্রেফতার করতে পারবেন।

এই আইনে একমাত্র সূচিত পুলিশ অফিসাররাই (ইন্সপেক্টরের নীচে নয়) তদন্ত, গ্রেফতার, তল্লাশি করতে পারেন।

ভারতীয় দন্ডবিধির ৩৭৫ ধারা

এই ধারা অনুযায়ী, কোন পুরুষ যদি কোন মহিলার সাথে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে, তাঁর সম্মতি ছাড়া, তাঁকে ভয় দেখিয়ে সম্মতি আদায় করে, বিবাহের প্রতিশ্রুতি দিয়ে, তাঁকে মাদকাবিষ্ট করে বা তিনি ষোল অনুর্দ্ধ হলে তাঁর সম্মতি নির্বিশেষে, যৌন সহবাসে লিপ্ত হয়, তখন সেই অপরাধকে ধর্ষণ বলা হবে। এই প্রেক্ষিতে বলপূর্বক 'পেনিট্রেশন' ধর্ষণের অপরাধ। অবশ্য বিবাহিতা স্ত্রীর বয়স পনেরো বছরের নীচে না হলে, কোন পুরুষের তাঁর স্ত্রীর সাথে যৌন সহবাস ধর্ষণের আওতায় আসবে না।

ভারতীয় দন্ডবিধির ৩৭৬ ধারা

ধর্ষণের অপরাধের শাস্তি সাত বছর থেকে যাবজ্জীবন পর্যন্ত কারাদন্ড ও জরিমানা। ধর্ষিতা মহিলাটি অভিযুক্তের স্ত্রী এবং বারো অনুর্দ্ধ হলে শাস্তি দু'বছর কারাদন্ড ও জরিমানা।

আদালতের আদেশে পৃথকভাবে বসবাসের সময়ে, কোন ব্যক্তি স্ত্রীর সম্মতি ছাড়া তাঁর সাথে যৌন সহবাসে লিপ্ত হলে তিনি ধর্ষণের অপরাধ করবেন এবং সেক্ষেত্রে শাস্তি দু'বছর পর্যন্ত কারাদন্ড ও জরিমানা।

কোন সরকারী কর্মচারী তাঁর পদের সুযোগ নিয়ে, হেফাজতে থাকা কোন মহিলাকে যৌন সহবাসে প্রবৃত্ত ও প্রলুব্ধ করলে তিনি শাস্তিযোগ্য অপরাধ করবেন। এই ক্ষেত্রে তাঁর শাস্তির পরিমাণ হবে পাঁচ বছর পর্যন্ত কারাদন্ড ও জরিমানা।

কোন জেল বা হোমের সুপার, তাঁর পদের সুযোগ নিয়ে ঐ জেলে বা হোমে থাকা কোন মহিলাকে যৌন সহবাসে প্রবৃত্ত বা প্রলুব্ধ করলে তিনি শাস্তিযোগ্য অপরাধ করবেন। শাস্তির পরিমাণ হবে পাঁচ বছর পর্যন্ত কারাদন্ড ও জরিমানা।

হাসপাতালের ব্যবস্থাপনায় যুক্ত কোন কর্মী পদের সুযোগ গ্রহণ করে ঐ হাসপাতালে থাকা কোন মহিলার সাথে যৌন সহবাস করলে তা শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলে বিবেচিত হবে। শাস্তির পরিমাণ হবে পাঁচ বছর পর্যন্ত কারাদন্ড ও জরিমানা।

ভারতীয় দন্ডবিধির ৩৭৬/৫১১ ধারা

কোন ব্যক্তি কোন মহিলাকে ধর্ষণের চেষ্টা করলে শাস্তিযোগ্য অপরাধ করবেন। শাস্তির মেয়াদ হবে সাড়ে তিন বছর থেকে যাবজ্জীবন কারাদন্ডের অর্দ্ধেক এবং জরিমানা।

ধর্ষণের মামলার ক্ষেত্রে সাক্ষ্য আইনের সংশোধিত ১১৪(ক) ধারা অনুযায়ী, ধর্ষিতা মহিলাটি যদি আদালতে তাঁর সাক্ষে বলেন যে তিনি যৌন সহবাসে সম্মতি দেন নি, সেক্ষেত্রে আদালত ধরে নেবে যে যৌন সহবাস হয় নি।

ভারতীয় দন্ডবিধির ৪৯৮(ক) ধারা

কোন মহিলার স্বামী বা স্বামীর আত্মীয় বা আত্মীয়া, ঐ মহিলার সাথে যদি এরূপ আচরণ করেন যার ফলে মহিলাটির আত্মহত্যা করার সম্ভাবনা থাকে, মহিলাটির মনে বা জীবনে বা শরীরের কোন অঙ্গে বা সামগ্রিক স্বাস্থ্যের ভয়াবহ জখম বা বিপদ ঘটায়, অথবা মহিলাটি বা তাঁর সঙ্গে সম্পর্কিত কোন ব্যক্তিকে বেআইনি কোন দাবী মেটাতে বাধ্য করার জন্য হয়রান করা হয়, সেক্ষেত্রে তাঁরা শাস্তিযোগ্য অপরাধ করবেন। শাস্তির পরিমাণ হবে তিন বছর পর্যন্ত কারাদন্ড ও জরিমানা।

সাক্ষ্য আইনের সংশোধিত ১১৩(ক) ধারা অনুযায়ী, কোন মহিলা যদি নির্যাতনের কারণে বিয়ের সাত বছরের মধ্যে আত্মহত্যা করেন, সেক্ষেত্রে ধরে নেওয়া হবে যে এই আত্মহত্যা স্বামীর বা স্বামীর আত্মীয়ের বা আত্মীয়ার প্ররোচনায় ঘটেছে।

ভারতীয় দন্ডবিধির ৩০৪(খ) ধারা

কোন মহিলার বিয়ের সাত বছরের মধ্যে আগুনে পুড়ে, শারিরীক জখম বা সাধারণ পরিস্থিতি ছাড়া মৃত্যু ঘটলে এবং ঐ মৃত্যুর আগে মহিলাটির স্বামী, আত্মীয়/ আত্মীয়া

পণের দাবীতে মহিলাটির উপর নিষ্ঠুর আচরণ করে থাকলে, সেক্ষেত্রে মৃত্যুটিকে পণ-মৃত্যু বলে ধরে নেওয়া হবে এবং অভিযুক্তেরা শাস্তিযোগ্য অপরাধ করেছেন বলে বিবেচিত হবে, শাস্তির পরিমাণ ন্যূনতম সাত বছর থেকে যাবজ্জীবন পর্যন্ত কারাদন্ড।

পণ নিবারণ আইন, ১৯৬১-র ২ ধারা অনুযায়ী পণের সংজ্ঞা হল, 'কোন সম্পত্তি বা মূল্যবান নিদর্শনপত্র যা বিয়ের একপক্ষ অন্য পক্ষকে বা কোন পক্ষের বাবা, মা বা অন্য কেউ বিয়ের অন্য পক্ষকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বিয়ের আগে বা পরে বিয়ের মূল্যস্বরূপ দেন।'

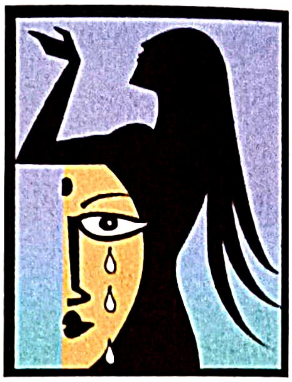

সাক্ষ্য আইনের সংশোধিত ১১৩(খ) ধারা অনুযায়ী যখন প্রশ্ন ওঠে যে কোন ব্যক্তি কোন মহিলার পণমৃত্যু ঘটিয়েছে কিনা এবং এটা দেখা যায় যে মহিলার মৃত্যুর ঠিক আগে ঐ ব্যক্তি পণের দাবীতে মহিলার সঙ্গে নিষ্ঠুর ব্যবহার করত বা তাঁকে হয়রান করতে সেক্ষেত্রে আদালত ধরে নেবে যে ঐ ব্যক্তি মহিলাটির পণ-মৃত্যু ঘটিয়েছে।

পণ নিবারণ আইন, ১৯৬১

এই আইনের ৩ ধারা অনুযায়ী পণ দেওয়া বা নেওয়া, পণ দিতে বা নিতে প্ররোচনা দেওয়াটা শাস্তিযোগ্য অপরাধ। শাস্তির পরিমাণ ন্যূনতম পাঁচ বছরের কারাদন্ড ও পনেরো হাজার টাকা জরিমানা। পণমূল্য পনেরো হাজার টাকার বেশী হলে জরিমানাও অনুরূপ টাকায় হবে।

এই আইনের ৪ ধারা অনুযায়ী কোন ব্যক্তি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে পাত্রপক্ষ বা পাত্রীপক্ষের বাবা, মা, অভিভাবক বা আত্মীয়ের কাছ থেকে পণ দাবী করলে তিনি শাস্তিযোগ্য অপরাধ করবেন, শাস্তির পরিমাণ হবে ছ মাস থেকে দুবছর পর্যন্ত কারাদন্ড এবং দশ হাজার টাকা পর্যন্ত জরিমানা।

এই আইনের ৪(ক) ধারা অনুযায়ী কোন ব্যক্তি তার ছেলে বা মেয়ের বিয়ের বিয়ের উদ্দেশ্যে তাঁর সম্পত্তি, বিয়ের মূল্য হিসেবে দেবেন বলে সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দিলে তিনি শাস্তিযোগ্য অপরাধ করবেন। সংবাদপত্রের মুদ্রক ও প্রকাশকও শাস্তিযোগ্য অপরাধ করবেন। শাস্তির পরিমাণ হবে ছ মাস থেকে পাঁচ বছর পর্যন্ত কারাদন্ড বা পনেরো হাজার টাকা পর্যন্ত জরিমানা।

ভারতীয় দন্ডবিধির ৪৯৩ ধারা

কোন পুরুষ তার সঙ্গে বিবাহসূত্রে আবদ্ধ নয় এমন কোন মহিলাকে প্রবঞ্চনা করে তাঁকে বিবাহিতা স্ত্রী বলে বিশ্বাস করিয়ে তাঁর সাথে যৌন সহবাসে লিপ্ত হলে

শাস্তিযোগ্য অপরাধ করবেন। শাস্তির পরিমাণ হবে দশ বছর পর্যন্ত কারাদন্ড ও জরিমানা।

ভারতীয় দন্ডবিধির ৪৯৪ ধারা

কোন ব্যক্তি তাঁর আইনানুগ স্বামী বা স্ত্রীর জীবিতাবস্থায় পুনর্বিবাহ করলে সে বিবাহ আইনত অবৈধ হবে এবং ঐ ব্যক্তি শাস্তিযোগ্য অপরাধ করেছেন বলে বিবেচিত হবে। শাস্তির পরিমাণ হবে সাত বছর পর্যন্ত কারাদন্ড ও জরিমানা।

কোন ব্যক্তি তার আগের বিয়ের ঘটনা পরবর্তীকালে বিবাহসূত্রে আবদ্ধ স্বামী বা স্ত্রীকে গোপন করলে তিনি শাস্তিযোগ্য অপরাধ করবেন। শাস্তির পরিমাণ হবে দশ বছর পর্যন্ত কারাদন্ড ও জরিমানা।

ভারতীয় দন্ডবিধির ৪৯৬ ধারা

কোন ব্যক্তি অসদুপায়ে বা প্রতারণামূলক অভিপ্রায়ে কোন মহিলার সাথে বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হওয়ার জন্য এমন কোন অনুষ্ঠান, যা বৈধ নয়, তা করলে, তিনি শাস্তিযোগ্য অপরাধ করবেন। শাস্তির পরিমণ হবে সাত বছর পর্যন্ত কারাদন্ড ও জরিমানা।

ভারতীয় দন্ডবিধির ৪৯৭ ধারা

কোন ব্যক্তি কোন বিবাহিতা মহিলার সাথে ঐ মহিলার স্বামীর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সম্মতি ছাড়া যৌন সহবাসে লিপ্ত হলে তিনি ব্যাভিচারের অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হবেন। এক্ষেত্রে শাস্তি পাঁচ বছর পর্যন্ত কারাদন্ড ও জরিমানা.

ভারতীয় দন্ডবিধির ৪৯৮ ধারা

কোন ব্যক্তি কোন মহিলাকে অন্য কোন পুরুষের সাথে যৌন সহবাসে লিপ্ত হওয়ার উদ্দেশ্যে তাঁর স্বামীর তরফে কারো হেফাজত থেকে ফুসলে নিয়ে যান, লুকিয়ে রাখেন বা আটকে রাখেন, সেক্ষেত্রে তিনি শাস্তিযোগ্য অপরাধ করবেন। এক্ষেত্রে শাস্তির পরিমাণ হবে দুবছর পর্যন্ত কারাদন্ড ও জরিমানা।

ভারতীয় দন্ডবিধির ৩১২ ধারা

কোন ব্যক্তি কোন গর্ভবতী মহিলার সরল বিশ্বাসে বা তাঁর জীবনহানী রোধ করা ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্যে ঐ মহিলার ইচ্ছাকৃত গর্ভপাত ঘটালে, তিনি শাস্তিযোগ্য অপরাধ করবেন। এক্ষেত্রে শাস্তির পরিমাণ হবে তিন বছর পর্যন্ত কারাদন্ড ও জরিমানা। মহিলাটি আশু সন্তান প্রসবের অবস্থায় থাকলে, অপরাধীর কারাদন্ড সাত বছর পর্যন্ত হবে এবং তার সাথে জরিমানা হবে।

ভারতীয় দন্ডবিধির ৩১৩ ধারা

কোন ব্যক্তি কোন মহিলার সম্মতি ছাড়া গর্ভপাত ঘটালে (মহিলাটি আশু সন্তানসম্ভবা থাকুন বা না থাকুন), তিনি শাস্তিযোগ্য অপরাধ করবেন। এক্ষেত্রে শাস্তি যাবজ্জীবন কারাদন্ড ও জরিমানা।

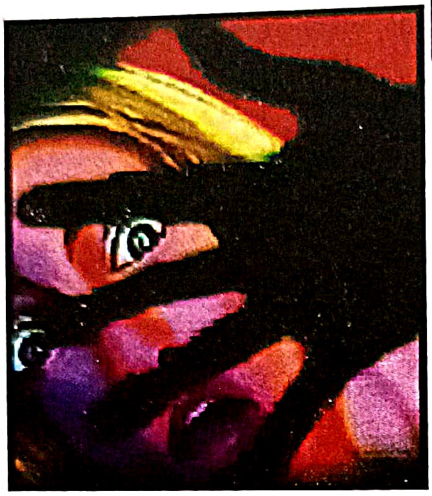

ভারতীয় দন্ডবিধির ৩১৪ ধারা

কোন ব্যক্তি কোন সন্তানসম্ভবা মহিলার গর্ভপাত ঘটানোর অভিপ্রায়ে যদি এমন কোন কাজ করেন যার ফলে মহিলাটির মৃত্যু ঘটে, সেক্ষেত্রে তিনি শাস্তিযোগ্য অপরাধ করবেন। শাস্তির পরিমাণ দশবছর পর্যন্ত কারাদন্ড ও জরিমানা। মহিলার সম্মতি ছাড়া ঐ ঘটনা ঘটলে, অপরাধীর যবজ্জীবন কারাদন্ড হতে পারে।

ভারতীয় দন্ডবিধির ৩১৫ ধারা

কোন শিশুর জন্মের আগে, তার মায়ের জীবনহানির আশঙ্কা ছাড়া অন্য কোন অভিপ্রায়ে, কোন ব্যক্তি যদি এমন কোন কাজ করেন যার ফলে শিশুটি জীবিত অবস্থায় জন্মাতে বাধা পায় বা জন্মানোর পর শিশুটির মৃত্যু ঘটে, সেক্ষেত্রে তিনি শাস্তিযোগ্য অপরাধ করবেন। শাস্তির পরিমাণ হবে দশ বছর পর্যন্ত কারাদন্ড ও জরিমানা।

ভারতীয় দন্ডবিধির ৩১৬ ধারা

কোন ব্যক্তি এমন কোন কাজ করলে, যার ফলে কোন ব্যক্তির মৃত্যু ঘটলে সে নিন্দনীয় হত্যার অপরাধে অপরাধী হত এবং ঐ কাজের ফলে আশু প্রসবোন্মুখ কোন শিশুর মৃত্যু ঘটলে তিনি শাস্তিযোগ্য অপরাধ করবেন। শাস্তির পরিমাণ দশ বছর পর্যন্ত কারাদন্ড ও জরিমানা।

ভারতীয় দন্ডবিধির ৩১৭ ধারা

বারো অনুর্দ্ধ কোন শিশুর বাবা-মা বা অন্য কোন ব্যক্তি যাঁর হেফাজতে শিশুটি রয়েছে, তাঁরা শিশুটিকে যদি এমন কোন স্থানে রাখেন যার ফলে শিশুটি সম্পূর্ণভাবে পরিত্যক্ত হয়, তাহলে তারা শাস্তিযোগ্য অপরাধ করবেন। শাস্তির পরিমাণ হবে সাত বছর পর্যন্ত কারাদন্ড ও জরিমানা। পরিত্যক্ত অবস্থায় শিশুটির মৃত্যু হলে, অপরাধীর বিচার খুন অথবা নিন্দনীয় হত্যার মামলার মতই হবে।

ভারতীয় দন্ডবিধির ৩১৮ ধারা

কোন ব্যক্তি কোন শিশুর জন্মের আগে, পরে, বা জন্মানোর সময় মারা গেলে শিশুটির মৃতদেহ কবর দিয়ে বা অন্য কোনভাবে সত্কার করে, ইচ্ছাকৃতভাবে শিশুটির জন্মের খবর গোপন করার চেষ্টা করলে তিনি শাস্তিযোগ্য অপরাধ করবেন। শাস্তির পরিমাণ দুবছর পর্যন্ত কারাদন্ড ও জরিমানা।

জন্মের আগে জন্মসংক্রান্ত রোগ নির্ণয় কৌশল (নিয়ন্ত্রণ এবং অপব্যবহার) আইন, ১৯৯৪

কোন শিশুর জন্মানোর আগে জন্মসংক্রান্ত কোষ বিপাকীয় কোন গোলমাল বা কোষ সংক্রান্ত কোন অস্বাভাবিকতা, অঙ্গবিকৃতি বা লিঙ্গসংক্রান্ত কোন গোলমাল নির্ণয় করতে যে প্রযুক্তিগত কৌশল অবলম্বন করা হয় তা নিয়ন্ত্রণ করতে এবং যে কৌশল দ্বারা কন্যাভ্রূণ হত্যা করার উদ্দেশ্যে ভ্রূণের লিঙ্গ নির্দ্ধারণ করা হয়,সেই প্রযুক্তিগত কৌশলের অপব্যবহার নিবারণ করতে এই আইনটি প্রণীত হয়।

এই আইনের ৩ (১) ধারা অনুযায়ী নিবন্ধীকৃত হয়নি এমন কোন জন্মসংক্রান্ত উপদেশকেন্দ্র, গবেষণাগার বা আরোগ্যালয়, জন্মের আগে জন্ম-নির্ণয়কারী কোন প্রযুক্তিগত কৌশল অবলম্বন করবে না, এর সঙ্গে যুক্ত হবে না এবং একে সাহায্য করবে না।

৩ (২) ধারায় বলা হয়েছে জন্মসংক্রান্ত কোন পরামর্শকেন্দ্র, গবেষণাগার বা আরোগ্যালয় এমন কোন ব্যক্তিকে নিয়োগ করবে না যাঁর সংশ্লিষ্ট আইন অনুযায়ী যোগ্যতা নেই।

৩ (৩) ধারায় বলা হয়েছে কোন প্রজনন বিজ্ঞান বিশেষজ্ঞ, স্ত্রীরোগ চিকিৎসক. শিশুরোগ চিকিৎসক, নিবন্ধীকৃত কোন ডাক্তার বা অন্য কোন ব্যক্তি নিজে বা কারোর মাধ্যমে জন্মের আগে জন্মনির্ণয়কারী কোন প্রযুক্তিগত কৌশল, এই আইন অনুসারে নিবন্ধীকৃত হয়নি এমন কোন স্থানে পরিচালনা করবেন না বা পরিচালনার কারণ ঘটাবেন না।

৫ ধারা অনুসারে উপরোক্ত ৩ (২) ধারায় উল্লিখিত যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তি জন্মের আগে জন্মনির্ণয়কারী কোন প্রক্রিয়া পরিচালনা করবেন না –

- যদি না তিনি সংশ্লিষ্ট গর্ভবতী মহিলাকে সবিস্তারে এই প্রক্রিয়ার সব দিক এবং এর পরবর্তী ফল জানান,
- যদি না তিনি এই প্রক্রিয়া অবলম্বনে ঐ মহিলার কাছ থেকে তাঁর ভাষায় লিখিত অনুমতি পান, এবং
- যদি না এই অনুমতিপত্রের একটি প্রতিলিপি মহিলাকে দেওয়া হয়।

যে কোন ব্যক্তি জন্মের আগে জন্মনির্ণয়কারী প্রক্রিয়া পরিচালনা করছেন, তিনি গর্ভবতী মহিলাটিকে বা তাঁর কোন আত্মীয়কে শব্দে, ইঙ্গিতে, বা অন্য কোন ভাবে ভ্রূণের লিঙ্গ জানাবেন না।

৬ ধারা অনুযায়ী, ভ্রূণের লিঙ্গ নির্ধারনের উদ্দেশ্যে কোন জন্মসংক্রান্ত পরামর্শদান কেন্দ্র, গবেষণাগার বা আরোগ্যালয়, তাদের কর্মস্থানে বা কোন ব্যক্তি জন্মের আগে জন্মনির্ণয়কারী আলট্রাসোনোগ্রাফিসহ কোন প্রযুক্তিগত কৌশল পরিচালনা করবেন না।

২২ ধারা অনুযায়ী, কোন ব্যক্তি, সংস্থা, জন্মসংক্রান্ত পরামর্শদান কেন্দ্র, গবেষণাগার বা আরোগ্যালয়, 'তাদের কর্মস্থানে লিঙ্গ নির্ধারনের ব্যবস্থা বা সুবিধা আছে' এই মর্মে কোন বিজ্ঞাপন দেবেন না বা দেওয়ার কারণ ঘটাবেন না। কোন ব্যক্তি বা সংস্থা এ মর্মে কোন বিজ্ঞাপন প্রকাশ বা বিলি করবেন না। কোন ব্যক্তি উপরোক্ত নিষেধাজ্ঞা লঙ্ঘন করলে শাস্তিযোগ্য অপরাধ করবেন। শাস্তির পরিমাণ হবে তিন বছর পর্যন্ত কারাদন্ড ও দশ হাজার টাকা পর্যন্ত জরিমানা।

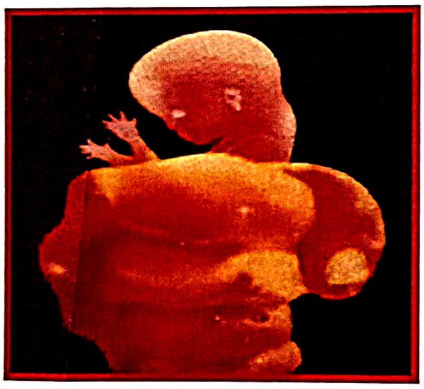

২৩ ধারা অনুযায়ী কোন প্রজনন বিজ্ঞান বিশেষজ্ঞ, স্ত্রীরোগ চিকিৎসক, নিবন্ধীকৃত ডাক্তার বা জন্মসংক্রান্ত পরামর্শদান কেন্দ্রের বা গবেষণাগারের মালিক বা কর্মী, যাঁরা এইসকল পরামর্শদান কেন্দ্র, গবেষণাগার বা আরোগ্যালয়ে বেতনভূক বা অবৈতনিকভাবে কৌশলগত পরিষেবা দেন, তাঁরা উপরোক্ত ৫, ৬ ধারায় বর্ণিত নিষেধাজ্ঞা লঙ্ঘন করলে বা অন্যান্য ধারায় নির্দেশ অমান্য করলে শাস্তিযোগ্য অপরাধ করবেন। প্রথম অপরাধের ক্ষেত্রে শাস্তির পরিমাণ তিন বছর পর্যন্ত কারাদন্ড ও দশ হাজার টাকা পর্যন্ত জরিমানা, পরবর্তী অপরাধের ক্ষেত্রে শাস্তির পরিমাণ হবে পাঁচ বছর পর্যন্ত কারাদন্ড ও পঞ্চাশ হাজার টাকা পর্যন্ত জরিমানা।

কোন নিবন্ধীকৃত ডাক্তার উপরিবর্ণিত অপরাধের জন্য দোষী সাব্যস্ত হলে, সরকার অনুমোদিত যথাযথ সংস্থা বিষয়টি ওই ডাক্তারের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট রাজ্য মেডিক্যাল কাউন্সিলের গোচরে আনবে। শাস্তি হিসাবে প্রথম অপরাধের জন্য ওই ডাক্তারের নাম মেডিক্যাল কাউন্সিলের রেজিস্টার থেকে দু'বছরের জন্য কেটে দেওয়া হতে পারে এবং পরবর্তী অপরাধের জন্য তার নাম রেজিস্টার থেকে চিরদিনের জন্য মুছে দেওয়া হতে পারে।

জীবনকোষের তন্তুর অস্বাভাবিকতা,জন্মসংক্রান্ত বিপাকীয় রোগ,রক্তের লাল কণিকার অস্বাভাবিকতা, যৌন সম্পর্কিত জন্মসংক্রান্ত রোগ, অঙ্গবিকৃতি রোগ বা

অন্যান্য শারীরিক অস্বাভাবিকতা বা রোগ নির্ণয় ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্যে কোন ব্যক্তি কোন গর্ভবতী মহিলার ওপর প্রযুক্তিগত কৌশল পরিচালনা করার জন্য কোন জন্মসংক্রান্ত পরামর্শদান কেন্দ্রের গবেষণাগারের বা আরোগ্যালয়ের কোন প্রজনন বিজ্ঞান বিশেষজ্ঞ, স্ত্রী রোগ বিশেষজ্ঞ বা কোন নিবন্ধীকৃত চিকিৎসকের সাহায্য চাইলে তিনি শাস্তিযোগ্য অপরাধ করবেন। প্রথমবার অপরাধের শাস্তি হবে তিন বছর পর্যন্ত কারাদন্ড ও দশ হাজার টাকা পর্যন্ত জরিমানা। পরবর্তী অপরাধের জন্য শাস্তি হবে পাঁচ বছর পর্যন্ত কারাদন্ড ও দশ হাজার টাকা জরিমানা।

২৪ ধারা অনুযায়ী সাক্ষ্য আইনের প্রয়োগ নির্বিশেষে বিরূপ কিছু প্রমাণিত না হলে আদালত ধরে নেবে যে কোন গর্ভবতী মহিলার স্বামী বা আত্মীয়স্বজন মহিলাটিকে তাঁর গর্ভজ সন্তানের জন্মের আগে জন্মসংক্রান্ত রোগ নির্ণয়ের প্রযুক্তিগত কৌশলের সাহায্য নিতে বাধ্য করেছে এবং তাঁরা ২৩ ধারা অনুযায়ী অপরাধ ঘটাতে প্ররোচনা দেওয়ার জন্য দায়ী।

২৬ ধারা অনুযায়ী যদি প্রমাণিত হয় যে কোন কোম্পানীর ডিরেক্টর, ম্যানেজার, সেক্রেটারি বা অন্য কোন অফিসারের সম্মতিতে, যোগসাজসে বা অবহেলার জন্য উপরোক্ত অপরাধ ঘটেছে, সেক্ষেত্রে কোম্পানির ঐ পদাধিকারী শাস্তিভোগ করবেন।

এই আইনের সব অপরাধ প্রগ্রাহ্য, জামিন অযোগ্য এবং আপোসযোগ্য নয়।

মাতৃত্বের সুযোগ সুবিধা আইন, ১৯৬১

কোন সংস্থায়, মহিলা কর্মীদের সন্তান প্রসবের আগ ও পরে, নিয়োগ করতে ও তাদের মাতৃত্বের সুযোগ সুবিধা দিতে এই আইন প্রণীত হয়।

এই আইনের ২ ধারা অনুসারে সরকারী কারখানায়, খনি বা ক্ষেতে বা অন্য কোন সংস্থায়, যেখানে মহিলারা অশ্বারোহন, মল্লক্রীড়া বা অন্যান্য খেলা দেখানোর জন্য নিযুক্ত হন, এই আইনটি প্রযোজ্য হবে। এছাড়া রাজ্যে বলবৎ কোন আইনের আওতাভুক্ত কোন দোকান বা সংস্থা যেখানে বিগত ১২ মাসের মধ্যে যে কোন একদিন দশজন বা তার বেশী মহিলা কাজ করেছেন, তারাও এই আইনের আওতায় আসবেন।

এই আইনের ৪ ধারা অনুযায়ী :

- সন্তান প্রসব, গর্ভপাত বা ডাক্তারী মতে গর্ভপাত হয়েছে, এমন কোন মহিলাকে ঐ দিন থেকে পরবর্তী ৬ সপ্তাহের মধ্যে কোন নিয়োগকর্তা জেনেশুনে ঐ মহিলাকে তাঁর সংস্থায় নিয়োগ করতে পারবেন না।
- কোন মহিলা উপরোক্ত সময়ে কোন সংস্থায় কাজ করবেন না।

- কোন গর্ভবতী মহিলা, যে সময়ে সন্তান প্রসব করেন, তার ছ'সপ্তাহের আগের একমাস, যদি মহিলা ঐ আইনের ৬ ধারা অনুযায়ী ছুটি না নিয়ে থাকেন, সেই সময়ে কোন নিয়োগকর্তা ঐ মহিলাকে কোন পরিশ্রমসাধ্য বা দীর্ঘমেয়াদি কোন কাজে নিয়োগ করবেন না যার ফলে তাঁর গর্ভজভ্রূণের কোন ক্ষতি হতে পারে বা গর্ভপাত বা স্বাস্থ্যহানি হতে পারে।

এই আইনের ৫ ধারা অনুসারে কোন মহিলাকে সন্তান প্রসবের আগে-পরে অনুপস্থিত থাকলে, সর্বোচ্চ বারো সপ্তাহের, যার মধ্যে সন্তান প্রসবের আগে সর্বাধিক ছয় সপ্তাহের তাঁর গড় প্রতিদিনের মাইনে দিতে তাঁর নিয়োগকর্তা বাধ্য থাকবেন।

অবশ্য যে সময়ে সন্তান প্রসব আশা করা যায় তার আগে বারোমাসের মধ্যে কোন মহিলা কোন সংস্থায় ন্যূনতম আশি দিন কাজ করে থাকলে তবেই এই সুযোগ পাবেন।

ঐ সময়ের মধ্যে ঐ মহিলার মৃত্যু ঘটলে পরেও ঐ সুবিধা মহিলার নিয়োগকর্তা দিতে বাধ্য থাকবেন। অবশ্য ভূমিষ্ঠ হওয়া সন্তানটির মৃত্যু হলে ঐ মহিলা সন্তানের মৃত্যুর দিন পর্যন্ত ঐ সুবিধা পাবেন।

৫ (ক) ধারা অনুযায়ী এমপ্লয়িজ স্টেট ইন্সিওরেন্স এ্যাসেটের আওতাভূক্ত কোন সংস্থার কর্মী হলে, ওভারটাইম বা অতিরিক্ত কাজ বাদে যদি তার মাসিক মজুরি ঐ আইনের ২ (খ) (৯) ধারা অনুযায়ী মাস মাইনে বা মজুরির বেশী হয় এবং যদি তিনি এই আইনের ৫ ধারার শর্তসমূহ পালন করে থাকেন, সেক্ষেত্রে তিনি মাতৃত্বের সুযোগ সুবিধা পাওয়ার অধিকারী।

৬ ধারা অনুযায়ী কোন মহিলা কর্মী যিনি এই আইনের সুযোগ সুবিধা পেতে অদিকারিনী, তিনি তাঁর নিয়োগকর্তাকে নির্দিষ্ট ফর্মে এই মর্মে নোটিস দেবেন যে তাঁর মাতৃত্বের সুযোগ সুবিধা পাওনা তাঁকে বা তাঁর মনোনীত ব্যক্তিকে মিটিয়ে দেওয়া হোক এবং ঐ সময়ে তিনি কাজ করবেন না।

গর্ভবতী মহিলাটি কোন তারিখ থেকে কাজে অনুপস্থিত থাকবেন তা ঐ নোটিশে জানাবেন, তবে সেই তারিখ সন্তান প্রসবের ছয় সপ্তাহ আগের কোন তারিখ হবে না। গর্ভবতী অবস্থায় ঐ নোটিস না দিয়ে থাকলে, সন্তান প্রসবের পরে যত দ্রুত সম্ভব ঐ নোটিশ দিতে হবে।

নোটিশ পেয়ে নিয়োগকর্তা উপরোক্ত সময়সীমায়, গর্ভবতী মহিলাকে কাজে অনুপস্থিত থাকার অনুমতি দেবেন।

গর্ভবতী থাকার প্রমাণ দেখালে, নিয়োগকর্তা সন্তান প্রসবের আগের প্রাপ্য বেতন মিটিয়ে দেবেন এবং সন্তান জন্মের প্রমাণ দেখালে আটচল্লিশ ঘন্টার মধ্যে পরবর্তী পাওনা মিটিয়ে দেবেন।

কোন মহিলা ঐ নোটিশ না দিতে পারলেও সংশ্লিষ্ট ইন্সপেক্টর নিজে থেকে বা ঐ মহিলার দরখাস্তের ভিত্তিতে তাঁর পওনা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে মিটিয়ে দেবার নির্দেশ দেবেন।

৭ ধারা অনুযায়ী গর্ভবতী মহিলার ঐ সুবিধা পাওয়ার আগে মৃত্যু ঘটলে, তাঁর মনোনীত ব্যক্তি বা উত্তরাধিকারীকে নিয়োগকর্তা তাঁর পাওনা মিটিয়ে দেবেন।

৮ ধারা অনুযায়ী গর্ভবতী মহিলা কর্মী যদি নিয়োগকর্তার কাছে কোন বিশেষ ভাতা না পেলে মেডিক্যাল বোনাস বাবদ ২৫০.০০ টাকা পাবেন।

৯ ধারা অনুযায়ী কোন মহিলার গর্ভপাত ঘটলে বা ডাক্তারি মতে গর্ভপাত ঘটলে, তার প্রমাণপত্র দেখালে তিনি ছ'সপ্তাহ সবেতন ছুটি পাবেন।

কোন মহিলা কর্মী বন্ধ্যাত্বকরণ বা ডিম্বনালি অপসারণের জন্য চিকিৎসার কারণে অসুস্থ হওয়ার প্রমাণ দেখালে কোন মহিলা কর্মী উপরোক্ত ৬ ও ৯ ধারা অনুযায়ী ছুটি ছাড়াও আরো একমাস পর্যন্ত সবেতন ছুটি পাবেন।

১১ ধারা অনুযায়ী কোন মহিলা সন্তান প্রসবের পর কাজে যোগদান করলে, ঐ সন্তানের পনেরো মাস বয়স হওয়া পর্যন্ত, প্রতিদিনের সাময়িক বিশ্রাম ছাড়াও, প্রতিদিন আরও দু'বার সন্তানকে লালন-পালনের জন্য নির্দিষ্ট সময়ের সাময়িক বিশ্রাম পাবেন।

১২ ধারায়, গর্ভাবস্থায় অনুপস্থিত থাকলে, কোন মহিলাকে তাঁর নিয়োগকর্তা বরখাস্তের নোটিস দিলে, বরখাস্ত করলে, কাজের শর্তের অসুবিধাজনক পরিবর্তন ঘটালে, তা বেআইনি বলে গ্রাহ্য হবে।

গর্ভাবস্থায় থাকাকালীন কোন মহিলাকে তাঁর নিয়োগকর্তা বরখাস্ত করলে, ঐ মহিলা তাঁর প্রাপ্য সমস্ত সুযোগ, সুবিধা বা মেডিক্যাল বোনাস পাবেন। অবশ্য নির্দিষ্ট এবং স্পষ্ট অসত্ আচরণের জন্য ঐ মহিলা বরখাস্ত হলে, তিনি কোনরকম সুবিধা পাবেন না।

গর্ভাবস্থায় অনুপস্থিতির কারণে বরখাস্ত হলে এবং সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত হলে, কোন মহিলা এরূপ আদেশ জানার যাট দিনের মধ্যে আইন অনুসারে নির্দিষ্ট সংস্থায় বরখাস্ত এবং বঞ্চনার আদেশের বিরুদ্ধে আপিল জানাতে পারবেন।

১৩ ধারা অনুযায়ী সুযোগ সুবিধা পাওয়ার অধিকারিনী কোন মহিলাকে, যাকে ৪ ধারা অনুযায়ী হালকা কাজ দেওয়া হয়েছে বা ১১ ধারা অনুযায়ী তাঁকে একাধিকবার বিশ্রাম দেওয়া হয়েছে, এই অজুহাতে, তাঁর দৈনিক প্রাপ্য মজুরী কাটা যাবে না।

সংশ্লিষ্ট ইন্সপেক্টর সমস্ত সংস্থায় গিয়ে, মহিলা কর্মীদের ক্ষেত্রে এই আইন পালন হচ্ছে কি না, এ ব্যাপারে নজর রাখবেন।

১৭ ধারা অনুযায়ী, কোন মহিলা এই আইনের সুযোগ সুবিধা না পেলে, ইন্সপেক্টরের কাছে অভিযোগ করতে পারবেন। ইন্সপেক্টর নিজে বা কাউকে দিয়ে এ ব্যাপারে অনুসন্ধান করবেন এবং সিদ্ধান্ত নেবেন।

অভিযোগকারিনী এই সিদ্ধান্তে সন্তুষ্ট না হলে, একমাসের মধ্যে নির্দিষ্ট সংস্থায় এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপিল করতে পারেন।

১৮ ধারা অনুযায়ী, ৬ ধারা মোতাবেক নিয়োগকর্তা, কোন মহিলাকে কোন বিশেষ মেয়াদে অনুপস্থিত থাকার অনুমতি দিলে, সেই সময়ে ঐ মহিলা কাজ করলে, ঐ মেয়াদের জন্য তিনি কোনও রকম সুযোগ সুবিধা পাবেন না।

যে সমস্ত সংস্থায় মহিলা কর্মী আছেন, তাঁরা এই আইনের প্রতিলিপি এবং রুলের প্রতিলিপি নোটিশের আকারে প্রদর্শিত করে রাখবেন।

২১ ধারা অনুযায়ী নিয়োগকর্তা আইন ভঙ্গ করলে, শাস্তিযোগ্য অপরাধ করবেন। শাস্তির পরিমাণ হবে তিন মাস থেকে এক বছর পর্যন্ত কারাদন্ড এবং দু'হাজার থেকে পাঁচ হাজার টাকা পর্যন্ত জরিমানা।

নিয়োগকর্তা এই আইনের কোন ধারা বা রুল, যেখানে শাস্তির বিধান নেই, লঙ্ঘন করলে, অনুরূপ শাস্তিযোগ্য অপরাধ করবেন।

২২ ধারা অনুযায়ী, ইন্সপেক্টরের কাজে বাধাদানের শাস্তি এক বছর পর্যন্ত কারাদন্ড ও পাঁচ হাজার টাকা পর্যন্ত জরিমানা।

২৩ ধারা অনুযায়ী অভিযোগকারিনী মহিলা, নিবন্ধীককৃত ট্রেড ইউনিয়নের কার্য নির্বাহক (যেখানে ঐ মহিলা সদস্য), নিবন্ধীকৃত স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা বা সংশ্লিষ্ট ইন্সপেক্টর, মেট্রোপলিটান ম্যাজিস্ট্রেট বা প্রথম শ্রেণীর বিচার বিভাগীয়

ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে, এই আইন অনুসারে, অপরাধের এক বছরের মধ্যে নালিশ দাখিল করতে পারেন।

ভারতীয় দন্ডবিধির ৪৯৩ থেকে ৪৯৭ ধারা মতে, অর্থাৎ বিবাহ সংক্রান্ত অপরাধ আইনি পরিভাষায় ননকগনিজেবল (অপগ্রাহ্য) অপরাধ এবং এক্ষেত্রে পুলিশ আদালতের গ্রেপ্তারী পরোয়ানা ছাড়া অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করতে পারে না। তবে ভারতীয় দন্ডবিধির উপরোক্ত অন্যান্য ধারাগুলি কগনিজেবল (প্রগ্রাহ্য) অপরাধ এবং পুলিশ আদলতের গ্রেপ্তারী পরোয়ানা ছাড়াই অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করতে পারে।

কগনিজেবল (প্রগ্রাহ্য) অপরাধের তদন্তের জন্য অভিযোগকারী, যে এলাকায় অপরাধ ঘটেছে, সে এলাকার সংশ্লিষ্ট থানার ভারপ্রাপ্ত অফিসারের কাছে এফ আই আর দায়ের করবেন।

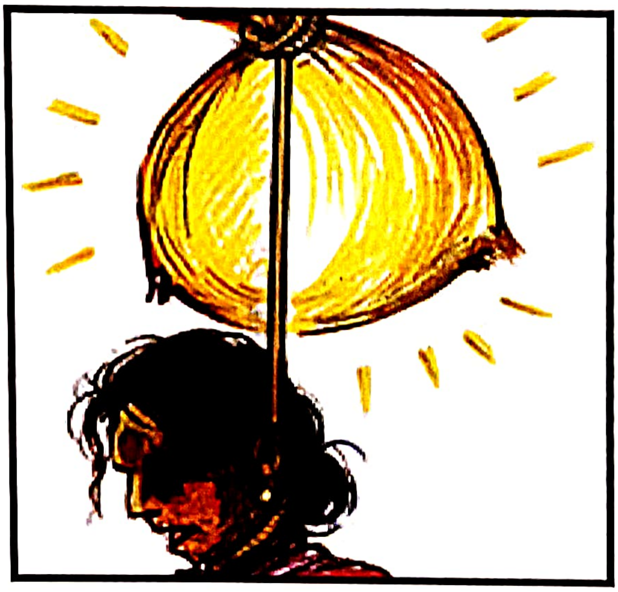

ফৌজদারি কার্যবিধির ১৯৮(ক) ধারা অনুসারে, ভারতীয় দন্ডবিধির ৪৯৮(ক) ধারা অনুযায়ী বধূ নির্যাতনের এফ আই আর, নির্যাতিতা মহিলা বা তাঁর বাবা, মা, ভাই, বোন বাবা বা মায়ের ভাই যে কেউ দায়ের করবেন।

এফ আই আরের ভিত্তিতে থানার ভারপ্রাপ্ত অফিসার তদন্তের জন্য একটি পুলিশ কেস রুজু করবেন। থানার ভারপ্রাপ্ত অফিসার নিজে অথবা এস আই পদের অন্য কোন অফিসার তদন্তকারী অফিসার নিযুক্ত হবেন। তিনি ঘটনাস্থল পরিদর্শন, সাক্ষীদের বিবৃতি নথিভূক্ত করবেন ও অন্যান্য সাক্ষ্য গ্রহণ করবেন। প্রয়োজনে অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার করে আদালতে হাজির করবেন। সবরকম সাক্ষ্য গ্রহণ করে তদন্তকারী অফিসার যদি দেখেন যে, অভিযুক্তের বিরুদ্ধে অপরাধ প্রমাণের প্রাথমিক বা দৃষ্টত দোষারোপ করণের সাক্ষ্য আছে, তাহলে তিনি আদালতে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে চার্জশিট দাখিল করবেন।

তদন্তকালে যদি দেখা যায় অভিযুক্তের বিরুদ্ধে অপরাধ জামিনযোগ্য, সেক্ষেত্রে তিনি জামিন পাবেন, অপরাধ জামিন অযোগ্য হলে, আদালত জামিনের আবেদন নাকচ করে, অভিযুক্তকে জেল হাজত বা পুলিশ হাজতে রাখার নির্দেশ দিতে পারেন। পুলিশ হেফাজতের মেয়াদ ১৫ দিনের বেশী হবে না। যে সব

অপরাধের শাস্তি ১০ বছরের কারাদন্ডের কম, সেক্ষেত্রে চার্জশিট দাখিলের সময়সীমা ৬০ দিন এবং যে অপরাধের শাস্তি দশ বছরের বেশি কারাদন্ড, যাবজ্জীবন কারাদন্ড বা মৃত্যুদন্ড, সেক্ষেত্রে চার্জশিট দাখিলের সময়সীমা ৯০ দিন। সময়সীমার মধ্যে চার্জশিট দাখিল না হলে আদালত অভিযুক্তকে জামিনে মুক্ত করে দেবে।

নন-কগনিজেবল অপরাধের অভিযোগ জানালে থানার ভারপ্রাপ্ত অফিসার বা অন্য কোন দায়িত্বপ্রাপ্ত পুলিশ অফিসার আদালতের অনুমতি নিয়ে তদন্ত করবেন, আদালত অভিযুক্তের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি না করলে, অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা যাবে না। অভিযুক্তের বিরুদ্ধে দোষারোপকরণের সাক্ষ্য পেলে, ঐ অফিসার চার্জশিট দাখিল করবেন। দোষারোপযুক্ত সাক্ষ্য না পেলে তিনি দোষারোপহীন চার্জশিট দাখিল করবেন। অভিযুক্তের বিভিন্ন অপরাধের মধ্যে একটি কগনিজেবল ও অন্যগুলি নন-কগনিজেবল হলে, তদন্তকারী অফিসার তদন্তটি কগনিজেবল অপরাধের তদন্ত হিসাবে তদন্তকার্য করবেন।

আদালত চার্জশিট পাওয়ার পর বিচার শুরু করে, বিভিন্ন প্রক্রিয়া শেষে সাক্ষীদের সাক্ষ্য ও অন্যান্য সাক্ষ্য গ্রহণ করে, মামলার চড়ান্ত রায় ঘোষণা করে।

থানা এফ আই আর নিতে অস্বীকার করলে, অভিযোগকারী জেলার পুলিশ সুপারকে বিষয়টি এ.ডি. সহ রেজিস্ট্রি ডাকযোগে জানাতে পারেন। কগনিজেবল অপরাধের ক্ষেত্রে অভিযোগকারী সংশ্লিষ্ট মহকুমার বিচারবিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে বা জেলার মুখ্য বিচারবিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে ফৌজদারী কার্যবিধির ১৫৬(৩) ধারা অনুযায়ী নালিশ জানাতে পারেন। আদালত নালিশটি থানার ভারপ্রাপ্ত অফিসারকে পাঠিয়ে, সেটিকে এফ আই আর হিসেবে গণ্য করে তদন্তের নির্দেশ দেবেন।

ফৌজদারী কার্যবিধির ১২৫ ধারা

যদি যথেষ্ট আর্থিক সঙ্গতি সম্পন্ন কোন ব্যক্তি, তার স্ত্রী যাঁর নিজেকে রক্ষণাবেক্ষণ করার সামর্থ্য নেই, তাঁর বৈধ বা অবৈধ অপ্রাপ্তবয়স্ক সন্তান (বিবাহিতা বা অবিবাহিতা), যার নিজেকে রক্ষণাবেক্ষণ করার সামর্থ্য নেই, তাঁর বৈধ বা অবৈধ প্রাপ্তবয়স্ক সন্তান (বিবাহিতা কন্যা ছাড়া), যার শারিরীক বা মানসিক অস্বাভাবিকতা বা জখমের কারণে নিজেকে রক্ষণাবেক্ষণের সামর্থ্য নেই, তাঁর মা, বাবা, যাঁদের নিজেদের রক্ষণাবেক্ষণ করার সামর্থ্য নেই – এদের কাউকে রক্ষণাবেক্ষণ করতে অবহেলা বা অস্বীকার করেন, সেক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট প্রথম শ্রেণীর

বিচার বিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেট এরকম অবহেলা বা অস্বীকারের প্রমাণের ভিত্তিতে ঐ ব্যক্তিকে তার স্ত্রী, সন্তান, বাবা-মাকে মাসে অনধিক পাঁচশো টাকা রক্ষণাবেক্ষণ ভাতা বা খোরপোষ দেওয়ার জন্য নির্দেশ দেবেন। এই আইনটি পশ্চিমবঙ্গে সংশোধিত হওয়ার পর এ রাজ্যে বিচার বিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেট ঐ ব্যক্তিকে, তাঁর কাছে যথাযথ বলে মনে হবে এমন কোন পরিমাণের খোরপোষ তাঁর স্ত্রী, সন্তান, মা-বাবাকে দেওয়ার আদেশ দিতে পারেন।

ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশের দিন থেকে অথবা ম্যাজিস্ট্রেট এ প্রেক্ষিতে কোন আদেশ দিলে খোরপোষ-দরখাস্ত দাখিল করার দিন থেকে ঐ ব্যক্তিকে খোরপোষ মিটিয়ে যেতে হবে।

পর্যাপ্ত কারণ ছাড়া এই আদেশ অমান্য করলে, ম্যাজিস্ট্রেট বকেয়া খোরপোষ আদায়ের জন্য ঐ ব্যক্তির বিরুদ্ধে গ্রেফতারী পরোয়ানা জারি করতে পারেন, ঐ ব্যক্তিকে একমাস বা যতদিন পর্যন্ত খোরপোষ আদায় না হচ্ছে, ততদিন পর্যন্ত কারাদন্ডে দন্ডিত করাতে পারেন।

ফৌজদারি কার্যবিধির ১২৬ ধারা অনুযায়ী যেখানে স্বামী বসবাস করছেন, যেখানে স্বামী বা স্ত্রী বসবাস করছেন, অথবা যেখানে তাঁরা শেষবার একত্রে বসবাস করেছেন, সেখানকার সংশ্লিষ্ট আদালতে খোরপোষের মামলা দায়ের করা যাবে।

১২৭ ধারা অনুযায়ী অবস্থার পরিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে, ম্যাজিস্ট্রেট খোরপোষের আদেশ পরিবর্তন করতে পারেন। যেমন, খোরপোষের আদেশ পেয়েছেন এমন মহিলার যদি বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘটে, এবং তিনি যদি পুনর্বিবাহ করেন, সেক্ষেত্রে ম্যাজিস্ট্রেটের ঐ খোরপোষের আদেশ বাতিল হয়ে যাবে।

দেওয়ানী আইন

পারিবারিক হিংসা প্রতিরোধ আইন, ২০০৫

কেন এই আইন : পারিবারিক সম্পর্কের মধ্যে বসবাসকারী কোনও মহিলা যদি সেই পরিবারের পুরুষ সদস্যদের দ্বারা অত্যাচারের শিকার হন, তবে এই আইনে তাঁকে সুরক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করেছে। দ্বিতীয়ত, বিভিন্ন সমস্যা (যেমন – অত্যাচার বন্ধ করা, উচ্ছেদ আটকানো, খোরপোষের টাকা পাওয়া, সন্তানের হেপাজত, ইত্যাদি) মোকাবিলায় আলাদা আলাদা মামলা না করে এই আইনে সমস্ত অভিযোগ একটা অভিযোগপত্রের মাধ্যমেই জানানো যাবে। সুতরাং পারিবারিক সম্পর্কের মধ্যে থাকা যে কোনও মহিলা যাতে দ্রুত প্রতিকার পান সে উদ্দেশ্যেই এই আইন।

কী ধরণের অত্যাচার এই আইনের আওতায় পড়ছে : (ক) সমস্ত ধরণের শারীরিক ও মানসিক অত্যাচার যা মহিলার শরীর-স্বাস্থ্যের ক্ষতি করে এবং তাঁর ভালো থাকা ও নিরাপত্তাকে বিঘ্নিত করে। (খ) যৌন নির্যাতন যা মহিলার অপমান ও সম্মানহানী ঘটায়। (গ) মৌখিক এবং আবেগগত নির্যাতন, যেমন – মহিলাকে অশালীন ভাষায় গালাগালি করা, ব্যঙ্গ বিদ্রুপ করা, পুত্রসন্তান বা কন্যাসন্তান হওয়ার জন্য গঞ্জনা দেওয়া, সন্তান না হওয়ার জন্য অপমান করা, পণ না দেওয়ার জন্য গালিগালাজ করা, মহিলাটির পরিচিত কোন আত্মীয় বা অনাত্মীয়ের শারীরিক ক্ষতি করার হুমকি দেওয়া, কন্যার অমতে তাকে বিয়ে করতে বাধ্য করা বা কন্যার পছন্দের পাত্রের সঙ্গে বিয়ে করতে না দেওয়া। (ঘ) আর্থিক নির্যাতন যেমন – মহিলা ও তার সন্তানের ভরণপোষণের দায়িত্ব না নেওয়া, সংসারের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র থেকে মহিলাটিকে বঞ্চিত করা, ভাড়া বাড়িতে থাকলে ভাড়া বন্ধ করে দেওয়া, মহিলাকে চাকরী ছাড়তে বাধ্য করা, মহিলার অমতে তাঁর উপার্জন এবং স্ত্রীধন আত্মসাৎ করা, মহিলার কর্মস্থলে গিয়ে গন্ডগোল করা, ইত্যাদি।

এই আইনে কী কী প্রতিকার পাওয়া যাবে :

এই আইনে কোনও মহিলা নিজের গৃহে বসবাসের অধিকার, সন্তানকে নিজের হেপাজতে রাখা, আর্থিক সুরক্ষা, খোরপোষের অধিকার, ক্ষতিপূরণের অধিকার এবং সর্বোপরি নিজেকে পারিবারিক হিংসার হাত থেকে বাঁচাতে 'সুরক্ষা আদেশ' পেতে পারেন।

'সুরক্ষা আদেশ' ম্যাজিস্ট্রেট দিতে পারেন অভিযুক্ত ব্যক্তিকে সেই সমস্ত আদেশগুলো হল –

(ক) পারিবারিক হিংসা না ঘটানো; (খ) পারিবারিক হিংসা ঘটানোর জন্য কাউকে সাহায্য বা উৎসাহ না দেওয়া, (গ) নির্যাতিতা মহিলার কোনও সম্পত্তি বিক্রি না করা, মহিলার সঙ্গে যৌথভাবে নির্যাতনকারীর কোন ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট বা লকার থাকলে সেগুলো একলা লেনদেন না করা, মহিলার স্ত্রীধন বা অন্যান্য সম্পত্তি ম্যাজিস্ট্রেটের অনুমতি ছাড়া হস্তান্তর না করা, (ঘ) নির্যাতিতা মহিলাটি কর্মরত হলে তাঁর কর্মস্থলে না যাওয়া, যে কোন কন্যা শিশু নির্যাতিতা হলে তার স্কুলে না যাওয়া, (ঙ) নির্যাতিতা মহিলার ওপর নির্ভরশীল কোন ব্যক্তি, শিশু বা মহিলাটিকে পারিবারিক হিংসা প্রতিরোধ করতে সাহায্য করেন এমন কোনও ব্যক্তিকে নির্যাতন না করা। (চ) ম্যাজিস্ট্রেট তাঁর বিবেচনা অনুযায়ী নির্যাতনকারীর অন্যান্য কাজকেও নিষিদ্ধ ঘোষণা করতে পারেন। এছাড়াও ম্যাজিস্ট্রেট প্রয়োজনে সুরক্ষা অফিসারকে অভিযোগকারিনী এবং অভিযুক্তকে নিয়ে কাউন্সেলিং-এর আদেশও দিতে পারেন।

অন্তর্বর্তীকালীন আদেশ : এই আইনে যে কোনও মহিলা জরুরী ভিত্তিতে আদালতের কাছে অন্তবর্তীকালীন আদেশ চাইতে পারেন। যেমন – অন্তর্বর্তীকালীন খোরাকী, যে কোনও অন্তবর্তীকালীন নিষেধাজ্ঞা জারির আদেশ প্রার্থনা করতে পারেন। যেমন – অন্তর্বর্তীকালীন বসবাস, অন্তর্বর্তীকালীন সন্তানের হেফাজত, ইত্যাদি।

প্রতিকার পেতে কী করতে হবে : নির্যাতিতা নিজে অথবা সুরক্ষা অফিসার (রাজ্য সরকার নিযুক্ত ব্যক্তি যাঁরা নির্যাতিতা মহিলাদের সাহায্য করবেন) বা কোনও স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার (সরকার অনুমোদিত সার্ভিস প্রোভাইডার) সাহায্য নিয়ে সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের প্রথম শ্রেণীর জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে একটি অভিযোগপত্র পেশ করবেন। এই অভিযোগপত্রটিকে আইনে 'ডোমেস্টিক ইনসিডেন্স রিপোর্ট'

(পারিবারিক নির্যাতন প্রতিবেদন) বলা হয়েছে। কোনও মহিলা যে সমস্ত ধরণের পারিবারিক হিংসার কবলে পড়বেন তার বিস্তারিত বিবরণ এই রিপোর্টে থাকবে।

এই আইনে অভিযোগ নিষ্পত্তি করতে কত সময় লাগে :

কোন নির্যাতিতা মহিলার কাছ থেকে অভিযোগপত্র পাওয়ার দিন থেকে তিনদিনের মধ্যে ম্যাজিস্ট্রেট প্রথম শুনানির জন্য দিন ধার্য করবেন। মহিলাটি যে সুরাহা চাইবেন সেটি প্রথম শুনানির দিন থেকে ৫০ দিনের মধ্যে ম্যাজিস্ট্রেট অর্ডার দিয়ে নিষ্পত্তি করে দেওয়ার চেষ্টা করবেন।

এই আইনে অপরাধীর কী শাস্তি হতে পারে :

মনে রাখতে হবে এটি একটি দেওয়ানি আইন এবং এর মূল উদ্দেশ্য নির্যাতিতা মহিলাকে সুরক্ষা দেওয়া এবং তাঁর খর্ব হওয়া অধিকার ফিরিয়ে দেওয়া। অর্থাৎ নির্যাতনকারীর শাস্তিবিধান এর মূল লক্ষ্য নয়। তা সত্ত্বেও ম্যাজিস্ট্রেটের দেওয়া সুরক্ষা আদেশ অগ্রাহ্য করলে এবং নির্যাতন বন্ধ না করলে নির্যাতনকারীর অপরাধকে ফৌজদারি অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হবে এবং এর জন্য নির্যাতনকারীর এক বছর পর্যন্ত জেল ও সর্বাধিক কুড়ি হাজার টাকা পর্যন্ত জরিমানা হতে পারে। সেইসঙ্গে ম্যাজিস্ট্রেট মনে করলে নির্যাতনকারীর বিরুদ্ধে ভারতীয় দন্ডবিধির ৪৯৮-এ ধারাও লাগু করতে পারেন। সর্বোপরি, ম্যাজিস্ট্রেট উভয়পক্ষের বক্তব্য শুনে এবং দলিল-দস্তাবেজ পরীক্ষা করে, সাক্ষীসাবুদ ছাড়াও এই ধরণের মামলা নিষ্পত্তি করতে পারেন।

অন্যান্য মামলা চললে কি এই আইনের সাহায্য নেওয়া যাবে ?

যদি কোন মহিলা অন্যান্য প্রচলিত আইন অনুযায়ী নির্যাতনের বিরুদ্ধে মামলা করে থাকেন তবে সেই মামলা চলাকালীন অবস্থায় তিনি যদি পারিবারিক হিংসার জন্য নির্যাতনকারীর দ্বারা ক্ষতিগ্রস্থ হন তখন অবশ্যই তিনি এই আইনের সাহায্য নিতে পারবেন। শুধু তাই নয়, কোন নিষ্পত্তি হওয়া মামলার আদেশ কার্যকর করার জন্য পারিবারিক সম্পর্কের মধ্যে থাকা কোনও মহিলা এই আইনে মামলা করতেপারেন। যেমন ফৌজদারি কার্যবিধির ১৩৫ নং ধারায় খোরপোশের আদেশ পাওয়া সত্ত্বেও যদি কোনও মহিলা নিয়মিত টাকা না পান সেক্ষেত্রে তিনি নিয়মিত টাকা পাওয়ার জন্য এই আইনে মামলা করতে পারেন।

সবশেষে বলি, যে কোনও ব্যক্তি (পুরুষ বা মহিলা) যে কোনও নির্যাতিতা মহিলার তরফে এই আইনের মাধ্যমে সুরক্ষা অফিসারকে সেই মহিলার অত্যাচারের কথা জানাতে পারেন। এতে সেই ব্যক্তির কোনও ফৌজদারি বা

দেওয়ানি দায় থাকবে না। সেইসঙ্গে যে কোনও ধর্মসম্প্রদায়ের মহিলাই এই আইনে প্রতিকার পেতে পারেন।

প্রোটেকশন (সুরক্ষা) অফিসার কে?

রাজ্য সরকার দ্বারা নিযুক্ত একজন মানুষ যিনি কিছু দায়িত্ব নিতে পারেন, যেমন –

- অভিযোগ দায়ের করতে সাহায্য করতে পারবেন।
- ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে ডোমেস্টিক ইনসিডেন্স রিপোর্ট (ডি আই আর) জমা দিতে সাহায্য করতে পারবেন।
- প্রোটেকশন অর্ডার প্রয়োগ করতে পারবেন।
- সুরক্ষা প্ল্যান তৈরী করতে পারবেন।
- চিকিৎসার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করতে পারবেন।

সার্ভিস প্রোভাইডারের কাজ কি?

- অভিযোগ দায়ের করতে সাহায্য করতে পারবে।
- শেল্টার হোমের সুরক্ষা প্রদানের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করতে পারবে।
- চিকিৎ সার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করতে পারবে।
- প্রয়োজনীয় আইনি সাহায্যের ব্যবস্থা করতে পারবে।
- অভিযোগকারিনীর সুরক্ষা প্রদানের দায়িত্ব নেবে।

অভিযোগকারিনী কি কি সুযোগ পেতে পারেন?

- ৬০ দিনের মধ্যে সুরাহা
- বাসস্থানের অধিকার
- প্রোটেকশনের অর্ডার
- অর্থ সাহায্য – আয় বন্ধ হয়ে গেলে
    - চিকিৎসার খরচ
    - সম্পত্তি নষ্ট হয়ে গেলে–
        - ক্ষতিপূরণের আদেশ
        - ইন্টারিম ও এক্স-পার্টি অর্ডার
        - মেনটেন্যান্স অর্ডার
        - কাস্টডি অর্ডার
        - হোমে থাকার সুবিধা
        - চিকিৎসার সুবিধা
        - আইনি সাহায্য

আইনি সাহায্য নিতে কীভাবে এগোবেন

শ্বশুরবাড়ীতে নির্যাতিতা হলে কী করবেন :

● অনেকেই স্বামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ জানাতে থানায় যেতে অস্বস্তিবোধ করেন। অত্যাচার মাত্রা ছাড়িয়ে না থাকলে এক্ষেত্রে চলে যান জেলা সুরক্ষা আধিকারিকের কাছে। ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স অ্যাক্ট বা পারিবারিক হিংসা প্রতিরোধ আইন অনুসারে অভিযোগ জানাতে হবে।

● নির্যাতন মাত্রা ছাড়িয়ে গেলে সংকোচ কাটিয়ে চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে স্থানীয় থানায় ঘটনার বিবরণ জানিয়ে ডায়েরি করুন। তবে একই জেলা সুরক্ষা আধিকারিকের কাছেও অভিযোগ জানিয়ে রাখুন।

● বাড়তি সুরক্ষার জন্যে কোনও এন জি ও সংস্থার কাছে সমস্যাটা জানিয়ে রাখা ভালো।

● যদি মনে করেন সমস্যাটা ভবিষ্যতে আদালত পর্যন্ত গড়াতে পারে, তাহলে বাপের বাড়িতে বা নিজের ঘনিষ্ঠ কোন বন্ধুকে (যদি দরকার হয়, আদালতে সাহায্য করবেন এমন কাউকে) অত্যাচারের বিশদ বিবরণ দিয়ে রেজিস্টার্ড উইথ এডি চিঠি লিখুন এবং সেই চিঠির কার্বন কপি নিরাপদ জায়গায় রেখে দিন। জেরক্স নয় কিন্তু।

● দীর্ঘদিন ধরে পারিবারিক নির্যাতন ঘটলে প্রত্যেকদিনের ঘটনা ডায়েরিতে লিখে রাখবেন, এই ডায়েরিও সাহায্য করবে। ডায়েরি আওতার বাইরে রাখবেন ও কোথায় আছে তা বাপের বাড়ির কাউকে বা কোনও ঘনিষ্ঠ বন্ধুকে জানিয়ে রাখবেন। তবে ব্যক্তিগত ডায়েরি কনক্লুসিভ প্রুফ নয়। (হত্যার ঘটানা ঘটলে অবশ্য ডায়েরি আদালতে প্রমাণ হিসাবে কাজে আসে।)

● দৈহিক নির্যাতনের ক্ষত্রে (যেমন শ্বশুরবাড়ীতে ধারধর) সরকারি হাসপাতালের ডাক্তারের প্রেসক্রিপশন কাছে রেখে দেওয়া উচিত। প্রাইভেট ডাক্তারের প্রেসক্রিপশন সেভাবে কাজে আসবে না।

বিচ্ছেদের পরে খোরপোশ পাওয়ার সুবিধার জন্যে :

যদি মনে করেন সমস্যা বিবাহ বিচ্ছেদের দিকে গড়াচ্ছে, তবে ভবিষ্যতে খোরপোশ পাওয়ার সমস্যা যাতে না হয় সেজন্যে –

● স্বামী কত আয় করেন, আয়করদাতা হলে তাঁর PAN নাম্বার – এগুলো জেনে রাখতে হবে। স্বামীর কাছ থেকেজানা সম্ভব না হলে অফিসে খোঁজ নেবেন। রাইট অফ ইনফর্মেশন অ্যাক্ট অনুযায়ী অফিস সব তথ্য জানাতে বাধ্য।

● স্বামী ব্যবসা করলে, কী ব্যবসা করেন, ট্রেড লাইসেন্স কার নামে সেটা জেনে রাখুন।

ইভটিজিং বাড়াবাড়ি পর্যায়ে গেলে কী করবেন :
যদি এলাকায় এক বা একাধিক ব্যক্তির টিজিং সহনশীলতার মাত্রা ছাড়ায় তাহলে স্থানীয় থানায় ডায়েরি করতে পারেন। তবে অনেক সময় শুধু ডায়েরি সম্পূর্ণ সুরক্ষা দিতে পারে না, বরং জানাজানি হলে সমস্যা হতে পারে। তাই বাড়তি সুরক্ষার জন্য কোন নির্ভরযোগ্য এন.জি.ও-র কাছেও সমস্যা বিস্তারিত ভাবে জানিয়ে রাখুন।

ধর্ষণের ঘটনা ঘটলে :
ধর্ষণের মতো ঘটনা ঘটলে কোনও সরকারী হাসপাতালে গিয়ে পরীক্ষা করিয়ে ডাক্তারের সার্টিফিকেট নিতে হবে। আক্রান্ত ঘটনায় গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়লে এবং কাছাকাছি সরকারি হাসপাতাল না থাকলে নিকটবর্তী চিকিৎসা কেন্দ্রে প্রাথমিক চিকিৎসা করিয়ে নিয়ে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সরকারি হাসপাতালে পরীক্ষা করিয়ে ডাক্তারের সার্টিফিকেট নিতে হবে। প্রাইভেট চিকিৎসককে দেখালে আইনি সাহায্যের দিক থেকে লাভ হবে না।

নিজের বাড়ীতে সমস্যায় পড়লে :

- বাবা যদি উইলে সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করেন তবে সেই উইলকে চ্যালেঞ্জ জানাতে হলে ডিস্ট্রিক্ট জাজের কাছে আপত্তি জানাতে হবে। নিজেও জানাতে পারেন, কোনও আইনজীবীর সাহায্য নিয়েও জানাতে পারেন।
- মনে রাখবেন উইল প্রোবেট না করা হলে তার কোন দাম নেই। ভাই যদি উইল প্রোবেট করার জন্য কোর্টে যান তবে কোর্ট বোনকে বা বোনেদের নোটিশ পাঠাবে। ভাই যাতে বোনেদের কাছে প্রোবেটের কথা লুকোতে না পারেন তার জন্য বোনকে আগে থেকে কোর্টে ডিক্ল্যারেশন (ক্যাভিয়েট) দিয়ে রাখতে হবে যে তাকে না জানিয়ে যেন কোর্ট প্রোবেট না দেয়। এই ক্যাভিয়েট ৯০ দিন পর্যন্ত কার্যকরি। তারপর আবার করতে হয়।
- বাবার ব্যবসায় বোনের সমানাধিকার তো আছেই, (যদি সে কাজে সক্রিয় নাও থাকে এবং বাবার পরে সেই ব্যবসা ভাই একা চালায়, ভাই তাকে টাকা দিতে বাধ্য)।
- মেয়ের বাবার বাড়িতে থাকার সম্পূর্ণ অধিকার আছে।
- পিতৃগৃহে যদি ভাই বা অন্য কোনও পুরুষ তার ওপর কোনও শারীরিক বা মানসিক নির্যাতন করে তবে সে জেলা সুরক্ষা আধিকারিককে জানাতে পারে, থানায় ডায়েরি করতে পারে, এই সঙ্গে কোন এন জি ও-কেও জানিয়ে রাখা দরকার।

অফিসে কোনও রকম সমস্যায় পড়লে :

- অফিসে কোনও মহিলা যৌন হেনস্থার সেক্সুয়াল হ্যারাসমেন্টের শিকার হলে

(মনে রাখবেন শুধু গায়ে হাত দেওয়া নয়, অসভ্য আচরণ, ইঙ্গিত, অসভ্য ভাষা ব্যবহার, চিঠি, ফোন, এস এম এস, অসভ্য ছবি দেখানো – সবই সেক্সুয়াল হ্যারাসমেন্টের মধ্যে পড়ে) তিনি কী করবেন, এই মর্মে কর্মস্থলে কর্তৃপক্ষের লিখিত নির্দেশিকা থাকতে হবে। অভিযোগকারী মহিলার অভিযোগের শুনানির জন্য কর্তৃপক্ষকে একটি কমিটি গঠন করতে হবে, যার একজন সদস্য হবেন কোন মহিলা। এই কমিটি উভয়পক্ষের বক্তব্য শুনে কর্তৃপক্ষের কাছে তাঁদের মতামত জানাবেন। কর্তৃপক্ষ তখন প্রয়োজনীয় শাস্তি দেবেন। এক্ষেত্রে শাস্তি হিসাবে সাসপেনশন্ বা বরখাস্ত করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে জরুরী যে পার্লামেন্টে পাশ হওয়া কোন আইন নয়, সুপ্রিম কোর্টের একটি রায়।

- ন্যায্য প্রোমোশন আটকে গেলে সাহায্য নিতে হবে আইনজীবী, সার্ভিস ম্যাটারের।
- অফিস যদি ছোটখাট হয় এবং আলাদা টয়লেট ইত্যাদির সুবন্দোবস্থ না থাকে তবে সরকারী অফিস হলে লেবার কমিশনার এবং ব্যবসায়িক সংস্থা হলে ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডিসপিউট কমিশনারের সাহায্য নিতে হবে।
- স্কুল, কলেজ বা অফিসে নির্দিষ্ট ড্রেস কোডনা থাকলে কারও পোশাকের ওপর কোন বিধিনিষেধ চাপানো যায় না। স্কুলে কোনও আপত্তির সামনে পড়লে ডিস্ট্রিক্ট ইন্সপেক্টর অফ স্কুলের কাছে অভিযোগ জানাতে হবে। পোষাক নিয়ে অফিসে সমস্যা হলে আগে আগে জেনে নিতে হবে ও ব্যাপারে অফিসের সার্ভিস রুলে কিছু বলা আছে কি না। নতুন করে সার্কুলার দিয়ে কিন্তু সার্ভিস রুল ওভাররাইট করা যায় না। এই ধরণের আপত্তি জনস্বার্থ নীতির বিরোধী এবং এক্ষেত্রে অফিসকে লিখিতভাবে জানিয়ে জনস্বার্থের মামলা করা যায়। কোন এন জি ও-কেও জানিয়ে রাখা ভালো।

শেষ করার আগে একটা কথা বলা দরকার। আইনি সাহায্য নেওয়ার পাশাপাশি বিশ্বাসযোগ্য এন জি ও'র সাহায্য নিয়ে রাখলে সুরক্ষা আরও মজবুত হবে।

কিভাবে অভিযোগ করতে হয় এবং কোথায় করতে হয় :

সাধারণত নিকটবর্তী থানায় বা পুলিশ ফাঁড়িতে অভিযোগ মৌখিক ও লিখিতভাবে করা যায়। যদিও আইনত অভিযোগ নিতে অস্বীকার করা যায় না, তবু যদি অভিযোগ না নেওয়া হয় তবে রেজিস্ট্রি উইথ এ ডি যোগে, টেলিগ্রাম, চিঠির মারফৎ অভিযোগ করা যায়।

অভিযোগ সরাসরি না নিলে, সি.আই., এস.ডি.পি.ও., কমিশনার, শহরে ডি.সি., লাল বাজার বা যে কোন দায়িত্বশীল পদে থাকা ব্যক্তির নিকট করা এই অভিযোগকেই ফার্স্ট ইনফরমেশন (F.I.R) বলে। পুলিশ উক্ত ঘটনা ডাইরি হিসাবে সন্নিবেষ্টিত করে ও ডাইরী নম্বর লিখে অভিযোগকারীকে প্রদান করে।

ডাইরীতে কি কি থাকা আবশ্যক :
ডাইরি লেখানোর সময় অভিযোগকারীর নাম, বাবার নাম, ঠিকানা, অভিযুক্ত ব্যক্তি ও অভিযুক্ত ব্যক্তিদের নাম, ঠিকানা, ঘটনার সময়, তারিখ, স্থান ও ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ অবশ্যই দরকার। অভিযোগকারী বা তার লোক আঘাত প্রাপ্ত হলে অবশ্যই ডাইরী করার পর সরকারী বা বেসরকারী . স্বাস্থ্য কেন্দ্রে ডাক্তার দেখানো ও তার রিপোর্ট সংগ্রহ করাটাও প্রাথমিক কাজ। উক্ত ঘটনা ডাইরী করার পর পুলিশ কোন কিছু না করলে তবে নিকটবর্তী আদালতে লিখিতভাবে অভিযোগ দায়ের করে কেস করা যায়।

কেস দু-ধরণের হয়:
পুলিশ ডাইরী নেবার পর যদি মনে করে অভিযোগটি গুরুতর তবে পুলিশ নিজেই কেস রুজু করতে পারে এবং যথাযথ তদন্ত শুরু করে,

এছাড়া ডায়েরী করার পরে অভিয়োগকারী আদালতে সরাসরি বিচারকের নিকট অভিযোগ দায়ের করলে আদালত সরাসরি পুলিশকে তদন্ত করার নির্দেশ দিতে পারে। এবং এই দুটো ক্ষেত্রেই কেস হলে সেটা হয় রাষ্ট্র বনাম। এছাড়া আদালত অভিযোগকারীর দরখাস্ত গ্রহণ করে সাধারণ কমপ্লেন কেস হিসাবে নথিভুক্ত করে এবং আসামীর বিরুদ্ধে সমন জারী করতে পারে।

এছাড়া পুলিশ অফিসার বা কোন সরকারী অফিসারের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক অভিযোগ করতে হলে, পঞ্চায়েত, বি.ডি.ও, এস.ডি.ও., কমিশনার, এস.ডি.পি.ও., এস.পি., ডি.সি., লালবাজার করা যায়।

এ-ছাড়া যেকোন সরকারী ক্ষেত্রে সরকারী কর্মচারীরা যেকোন ঘটনার ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষ রাজ্য মানবাধিকার কমিশন, ভবানী ভবন ও রাজ্য সরকারের যেকোন উর্দ্ধতন দপ্তরে করা যায়।

স্বামী কর্তৃকস্ত্রী বহিস্কৃত হয় এবং পিতা ও মাতাকে সন্তান যদি কোন ভরণপোষণ না করে তার কোথায় অভিযোগ করতে হয় :
নিম্ন আদালতে যে কোন স্ত্রী নিজে ও তার নাবালক বাচ্চার জন্য খোরপোষের জন্য এবং পিতা ও মাতা তার সন্তান যদি উপযুক্ত হওয়া সত্ত্বেও ভরণপোষণ না করে তবে দুটো ক্ষেত্রেই খোরপোষের মোকদ্দমা করা যায়।

বিচারক কখন কোন পর্যায়ে বিচার করবেন :
সংবিধান সংক্রান্ত, জনস্বার্থ সংক্রান্ত ছাড়া সব অভিযোগই নিম্ন আদালতে প্রাথমিকভাবে অভিযোগ করতে হয় এবং বিচারক অভিযোগকারীর বক্তব্য ও তার সাক্ষীর জবানবন্দী শুনে যথাযথ ব্যবস্থা করেন।

সংবিধান সংক্রান্ত, জনস্বার্থ সংক্রান্ত ও দূষণ সংক্রান্ত যে কোন অভিযোগ মহামান্য হাইকোর্ট ও সুপ্রিম কোর্টে আবেদন করা যায়।

জুভেনাইল কোর্ট বা আদালত :

১৬ বৎসরের নীচে যে কোন ফৌজদারী আইনে বিচারাধীন ব্যক্তির বিচার জুভেনাইল কোর্টে বিচার হয়।

আইনের প্রাথমিক কতগুলি বিষয়ে ধারণা থাকা আবশ্যক :

- কোন পুলিশ কোন ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করার পর ২৪ ঘন্টার মধ্যে নিকটবর্তী আদালতে উপস্থিত করা অর্থাৎ পুলিশ কোন ব্যক্তিকে ২৪ ঘন্টার বেশী থানায় আটক রাখতে পারে না।
- কোন আসামীকে হ্যান্ডকাফ বা দড়ি বেঁধে আদালতে বা অন্য কোথাও উপস্থিত করা যায় না।
- সূর্যাস্তের পর বা সূর্য উদয়ের পূর্বে কোন মহিলাকে কখনই পুলিশ থানায় নিয়ে আসা বা গ্রেপ্তার করা যায় না।
- মহিলাদের সার্চ করার ক্ষেত্রে শুধুমাত্র মহিলা পুলিশ দ্বারা সার্চ করা বাধ্যতামূলক এবং সার্চকালীন কোন পুরুষ সদস্য উপস্থিত থাকতে পারে না।
- স্বামী, স্ত্রীর প্রতি শারীরিক, মানসিক ও দৈহিক অত্যাচার সহ যে কোন অজুহাতে মারধোর সহ গালাগাল, হয়রানি, সবই আইনতঃ অপরাধ এবং উক্ত বিষয়ে যে কোন মহিলা উক্ত ব্যাপারে অভিযোগ দায়ের করলে, তা থানা গ্রহণ করতে বাধ্য।
- দৈহিক, মানসিক সহ সামগ্রিক জীবনের সুপ্রকাশ ও সুরক্ষা বজায় রাখা এবং সর্ববিধ নিরাপত্তা সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান,সচেতনতা, মূল্যবোধ প্রায়োজন, সে কারনেই আইনের প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন সকল সম্প্রদায়ের বিশেষ জরুরী।
- আইন মানেই আদালতের হয়রানী, পুলিশী তাড়না, উত্কন্ঠা, অর্থনাশ, দুশ্চিন্তা ও সময় নষ্ট এই সবের ধারণা সম্পূর্ণভাবে বিলোপ করে সচেতনতার মাধ্যমে আইন মানব জীবনে পরস্পরকে সুরক্ষিত ও নিরাপদ রাখে তার সচেতনতা বৃদ্ধি করাই একান্ত দায়িত্ব ও কর্তব্য।

ভারতীয় দন্ডবিধির কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ধারা :

ধারা ৩৫৪ মহিলার শ্লীলতাহানির উদ্দেশ্যে করা নিগ্রহ বা অপরাধঃ

যে কোন ব্যক্তি যদি কোন মহিলার শ্লীলতাহানির উদ্দেশ্যে তাঁকে নিগ্রহ করেন বা তাঁর ওপর অপরাধ সংঘটিত করেন অথবা তাঁর কাজের জন্য মহিলার শ্লীলতাহানি হতে পারে জেনেও মহিলাটিকে নিগ্রহ করেন বা তাঁর ওপর অপরাধ সংঘটিত

করেন, তবে ঐ ব্যক্তির ন্যূনতম দু বছর থেকে সাত বছর জেল এবং আর্থিক জরিমানা হতে পারে।

ধারা ৪৯৪ – স্বামী বা স্ত্রী জীবিত অবস্থায় পুনরায় বিবাহ করা :

স্বামী বা স্ত্রী জীবিত থাকলে কোন ব্যক্তি যদি পুনরায় বিবাহ করেন তবে দ্বিতীয় বিবাহ বাতিল বলে বিবেচিত হবে। তবে এক্ষেত্রে অভিযোগকারীকে অভিযুক্তের দ্বিতীয় বিবাহকে প্রমাণ করতে হবে। কিন্তু যদি ঐ ব্যক্তির পূর্বের বিবাহ আদালতে বাতিল ঘোষিত হয় অথবা তাঁর পূর্বের স্বামী বা স্ত্রী সাত বছর তাঁর কাছে না থাকেন এবং ঐ সময়ে প্রাক্তন স্বামী বা স্ত্রীর জীবিত থাকার কোন খবর না পাওয়া যায়, তবে নতুন বিবাহের সময় নতুন স্বামী বা স্ত্রীকে সমস্ত বাস্তব অবস্থা জানিয়ে থাকলে, পুনরায় বিবাহ করেছেন এমন ব্যক্তি উক্ত আইনে নিরপরাধ বিবেচিত হবেন।

ধারা ৪৯৫ – স্বামী বা স্ত্রী জীবিত অবস্থায় আগের বিবাহকে গোপন করে পুনরায় বিবাহ করা :

কোন ব্যক্তি যদি তাঁর স্বামী বা স্ত্রী জীবিত থাকা অবস্থায় নতুন স্বামী বা স্ত্রীকে পূর্বের বিবাহের কথা গোপন করে নতুন বিবাহ করেন (যিনি ৪৯৪ ধারায় অপরাধী) তবে তাঁর দশ বছর পর্যন্ত জেল এবং আর্থিক জরিমানা পর্যন্ত হতে পারে।

ধারা ৫০৯ – কোনও কথা, অঙ্গভঙ্গি অথবা কাজ য়া কোনও মহিলার শ্লীলতাহানির উদ্দেশ্যে করা হচ্ছে :

যে কোনও ব্যক্তি যদি কোনও মহিলার শ্লীলতাহানির উদ্দেশ্যে কোনও শব্দ উচ্চারণ করেন, কোনও অঙ্গভঙ্গি বা আওয়াজ করেন, বা কোনও বস্তু প্রদর্শন করেন (এটা জেনে যে ওই শব্দ বা আওয়াজ মহিলাটি শুনতে পারেন অথবা বস্তুটি দেখতে পারেন অথবা এগুলো মহিলাটির গোপনতাকে ভঙ্গ করবে) তবে ওই ব্যক্তির সর্বোচ্চ এক বছর পর্যন্ত জেল অথবা আর্থিক জরিমানা অথবা দুটোই হতে পারে।

ধারা ৪৯৮ এ – স্বামী বা স্বামীর সম্পর্কের আত্মীয়দের দ্বারা নির্যাতন :

কোনও মহিলা তাঁর স্বামী বা স্বামীর সম্পর্কের আত্মীয়দের দ্বারা নির্যাতনের শিকার হলে, নির্যাতনকারীদের তিন বছর পর্যন্ত জেল এবং জরিমানা হতে পারে।

নির্যাতন বলতে কী বুঝাব :

ক) যে কোনও ধরণের কাজ যদি এমন হয় যে তা ওই মহিলাকে আত্মহত্যা করতে উদ্যত করতে পারে, অথবা মারাত্মক আঘাত সৃষ্টি করে, অথবা তাঁর জীবন,

অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বা স্বাস্থ্যকে (মানসিক অথবা শারীরিক) বিপদগ্রস্ত করে।

অথবা

খ) ঐ মহিলা বা তাঁর সম্পর্কের কোনও আত্মীয়ের কাছ থেকে জোর করে কোনও সম্পত্তি বা মূল্যবান সামগ্রি বেআইনিভাবে আদায়ের জন্য তাঁদের হয়রানি করা হয় অথবা ওই দাবি মেটাতে না পারার জন্য ওই মহিলা বা তাঁর আত্মীয়কে হয়রানি করা হয়।

এই আইন সম্পর্কে আরও যা যা জানা প্রয়োজন :

- কোন বিশেষ উদ্দেশ্যে বিয়ের চার বছর পরও যদি টাকা দাবি করা হয় (যেটা বিয়ের সময়ের দাবী থেকে আলাদা) সেটা স্ত্রীর এতটাই হয়রানি ঘটায় যে তিনি জীবন শেষ করে দিতে বাধ্য হন, তাহলে এই ঘটনা ৪৯৮এ ধারায় অপরাধীদের শাস্তির জন্য যথেষ্ট কারণ (পাঞ্জাব হাই কোর্টের রায়)।
- স্বামী যদি স্ত্রীকে গালিগালাজ করে, মারধর করে, স্ত্রীর বিরুদ্ধে ব্যভিচার এবং অন্যের সন্তান গর্ভে ধারণের অভিযোগ আনে, স্ত্রীকে যদি গর্ভপাতে সম্মতি দেওয়ার জন্য জোর করে, তাহলে এই সমস্ত কাজকে ৪৯৮এ ধারায় নির্যাতনের সমতুল্য বলে ধরা হবে। (একটি মামলায় হরিয়ানা হাইকোর্ট এই রায় দেয়)।

ধারা ৪৯৩

যদি কোন পুরুষ কোনও মহিলার সঙ্গে সহবাস এবং যৌন সম্পর্ক স্থাপন করেন মহিলাকে এই বিশ্বাস দিয়ে যে তিনি তাঁর বৈধ স্ত্রী এবং সরল বিশ্বাসে স্ত্রী যদি সেটাই মনে করেন তবে সেই পুরুষের দশ বছর কারাবাস এবং জরিমানা দুটোই হতে পারে।

ধারা ৪৯৬

যদি কোন পুরুষ অসৎ উপায়ে বা অসৎ উদ্দেশ্যে এমন একটা বিবাহের ব্যবস্থা করেন যে বিবাহ পদ্ধতি পুরুষটি জানেন যে বৈধ নয়, সেক্ষেত্রে পুরুষটির সাত বছর কারাবাস এবং জরিমানা দুটোই হতে পারে। যেমন – অবৈধ জেনেও যদি কোনও পুরুষ মন্দিরে নিয়ে গিয়ে ঠাকুরের সামনে কোনও মহিলাকে সিঁদুর পরিয়ে বলেন যে তাঁদের বিয়ে হয়ে গেছে তবে পুরুষটির শাস্তি হতে পারে।

ধারা ৪৯৮

কোনও পুরুষ যদি পরস্ত্রীকে তুলে নিয়ে এসে অনৈতিক কোন উদ্দেশ্যে আটক করে রাখে তবে সেই পুরুষটির দুবছর কারাদন্ড, জরিমানা বা দুটোই হতে পারে।

সঞ্চিতা দাস এবং স্বপন কুমার দাস (স্বামী) বিবাহ সূত্রে আবদ্ধ হন। বিবাহের পর থেকে তারা একসাথে থাকেন এবং তাদের এক পুত্র সন্তানের জন্ম হয়।

বিবাহিত জীবন শুরুর কিছুদিন পর থেকেই স্বামী, শাশুড়ি এবং ননদ আবেদনকারীর উপর শারীরিক এবং মানসিক উভয় ভাবেই নির্যাতন শুরু করেন। প্রথমদিকে তিনি সবকিছু মুখ বুজে সহ্য করলেও পরে তিনি সবকিছুর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেন। তিনি যখন স্বামীর কাছে উপেরোক্ত ব্যক্তিদের নিয়ে অভিযোগ জানান তখন তারা স্বামীর চোখের সামনেই আবেদনকারীর ওপর নির্যাতন করেন। আবেদনকারীর স্বামী সবকিছু দেখেও চুপ করে থাকেন এবং নিজের পরিবারের সদস্যদের এ বিষয়ে সহায়তা করেন।

এমনকি আবেদনকারীকে এবং তার মাকে আবেদনকারীর স্বামী ও পরিবারের লোকজন প্রচণ্ডভাবে মারধরও করেন এবং আবেদনকারীকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেন।

এমত অবস্থায় আবেদনকারী বেহালার কীর্ত্তীকায় (বজবজ শাখা) আসেন উপযুক্ত বিচারের জন্য। বেহালা কীর্ত্তীকা আবেদনকারীকে Local থানায় জেনারেল ডাইরি করার পরামর্শ দেন, এবং এই কাজে ওখানকার কাউন্সিলরও যথাযথভাবে সহায়তা করেন। পরে বেহালা কীর্ত্তীকার অফিসের staff-রা আবেদনকারীর সাথে থানায় গিয়ে তার স্বামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন এবং পুলিশ আবেদনকারীর স্বামীকে গ্রেপ্তার করেন।

এখন দুজনের মধ্যস্থতা করার চেষ্টা করা হচ্ছে এবং বর্তমানে আবেদনকারী এবং তার স্বামী দুজনেই তাদের সংসার জীবনে ফিরে যেতে চাইছে।

****

জাহানারা বেগম এবং মুস্তাকিন খামারু বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হন এবং তাদের একটি কন্যাসন্তান হয়। রোজ রাতে আবেদনকারীর স্বামী মদ খেয়ে আবেদনকারীর ওপর শারীরিক ও মানসিকভাবে অত্যাচার করত, এবং সে এটাও জানতে পারে যে তার

স্বামী অন্য এক মহিলার সঙ্গে অবৈধ সম্পর্কে জড়িত। এই সমস্ত কথা সে তার শ্বশুর, শাশুড়িকে জানায়। কিন্তু কোনো লাভ হয়নি। বরং তার শ্বশুর-শাশুড়ি ছেলের কর্মকে সমর্থন করে।

আবেদনকারী দিনের পর দিন এই অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে অবশেষে বেহালা কীর্ত্তীকার (বজবজ শাখা) দ্বারস্থ হন। অভিযুক্তকে নোটিশ দিয়ে ডেকে পাঠানো হয় বজবজ অফিসে, তারপর দুই পক্ষকে একসাথে বসিয়ে তাদের মধ্যে মধ্যস্থতা করার চেষ্টা করা হয় এবং উভয়পক্ষের মধ্যে পারস্পরিক মীমাংসা করিয়ে দেওয়া হয়।

সবকিছুর পরে পুনরায় উভয়পক্ষের মধ্যে সমস্যার সৃষ্টি হওয়ায় আবেদনকারীর বাড়িতে 'হোম ভিজিট' করা হয় এবং ওদের বলা হয় প্রতি সপ্তাহে একবার করে বজবজ অফিসে এসে দেখা করে যেতে।

বর্তমানে ওরা একসাথে শান্তিতে সংসার করছে।

****

সুমনা সরকার মেয়েটি বোবা এবং কালা। এই অবস্থায় একটি ছেলের সাথে আবেদনকারী বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হয়। কিন্তু বিবাহের পরদিন থেকেই ছেলেটি এবং তার পরিবারের সদস্যরা মেয়েটির ওপর অকথ্য শারীরিক এবং মানসিকভাবে অত্যাচার শুরু করে এবং মেয়েটিকে এক কাপড়ে বাড়ীর বাইরে বের করে দেয়।

এমত অবস্থায় মেয়েটি এবং তার পরিবার বেহালা কীর্ত্তীকার (বজবজ শাখা) সাথে যোগাযোগ করেন।

মেয়েটির বাবা Local থানায় FIR করেন এবং মেয়েটির স্ত্রীধন সম্পত্তি উদ্ধারের জন্য থানায় আবেদন জানালে তারা সাহায্য করতে অস্বীকার করেন। সেইজন্য বেহালা কীর্ত্তীকার Advocate ওনার জন্য Police Commissioner, S.P., Budge Budge থানায় লিখিত অভিযোগ করেন। সমস্ত ঘটনার বিররণ দিয়ে কোর্টে একটি Case file করা হয় মেয়েটির স্ত্রীধন সম্পত্তি উদ্ধার করার জন্য।

আমাদের আর একটা গুরুত্বপূর্ণ কেস হলো রেবা কামিলার কেস। রেবার বাড়ি ছিল মেদিনীপুরে। বাবা ও মা মারা যাবার পর ও কলকাতায় চলে এসেছিল পিসতুতো দাদার বাড়িতে। সেখান থেকে আশ্রয় নেয় যোধপুর পার্কে মাসীর বাড়িতে। রক্তের সম্পর্কে মাসী না হলেও এই মাসীই তাঁর স্নেহ, মায়া, মমতায় রেবাকে আগলে রেখে ছিলেন। সেখানে তিনি তাকে লেখা-পড়া, গান, সেলাই সব শিখিয়েছিলেন। রেবার জীবনে তিনিই ছিলেন সব। ২০১১ সালে রেবা মেদিনীপুরে পিসীর বাড়ি বেড়াতে যায়। ওর অজান্তেই শংকর পুনাই নামে একটি ছেলে রেবার ব্যাপারে খোঁজ খবর রাখতে শুরু করে। রেবা সে কথা জানত না, তাকে তখন চিনত না। রেবা কলকাতায় ফিরে আসে মাসীর বাড়ি। শংকর রেবার ফোন নম্বর যোগাড় করে ওর সাথে ফোনে যোগাযোগ শুরু করে। ক্রমশঃ ওর সাথে রেবার যোগাযোগ, ঘনিষ্ঠতা ও রেবার মাসীর বাড়ি যাতায়াত শুরু হয়। ২০১৬ সালে ওদের রেজিস্ট্রি ম্যারেজ হয় এবং শংকরের সাথে সহবাসও হতে থাকে। এই কথা শংকরের বাড়ির কেউ জানত না। রেবার আত্মীয় স্বজন বন্ধু-বান্ধবরা শংকরের সাথে সামাজিক মতে বিয়ে করার জন্য চাপ দিতে থাকে। কিন্তু শংকর বারবার এড়িয়ে যাচ্ছিল। শেষে 'বেহালা কীর্ত্তীকা'-র সহযোগিতায়, রেবার মাসী শংকরকে রাজি করায় সামাজিক মতে বিয়ে করতে যেখানে শংকরের মা, বাবা, আত্মীয়স্বজন – সবাই উপস্থিত থাকবেন। নির্দিষ্ট দিনে সব ব্যবস্থা হয়ে যায়। কিন্তু রেবার পক্ষে সবাই উপস্থিত থাকলেও, শংকর ও তার বাড়ির লোকজন এলেন না। শংকর ফোনও ধরছিল না। অনেক চেষ্টায় অন্যের মারফত খবর পাওয়া গেল যে শংকরদের বাড়ির কেউই এই ঘটনা এমনকি রেজিস্ট্রেশনের সংবাদও জানেনা। প্রচন্ড অপমানিত হয়ে লজ্জায়, দুঃখে রেবা আত্মহত্যার চেষ্টা করল। ওর জীবনে নানান বিপর্যয় শুরু হলো। মাসীর সাথে সম্পর্কের অবনতি হলো। বেহালা কীর্ত্তীকার সহযোগিতায় রেবা আবার মূল স্রোতে ফিরে আসতে লাগল। ছেলেটি আবার যোগাযোগ করে সম্পর্ক স্থাপন করল। কিন্তু সামাজিক স্বীকৃতি দিতে না চাওয়ায় বেহালা কীর্ত্তীকার সহায়তায় রেবা রাজ্য মহিলা কমিশনের দ্বারস্থ হলো। মহিলা কমিশনে হাজির করা হলেও সেখানে শংকর নিজের দোষ স্বীকার না করে তাদের সাথে অত্যন্ত উদ্ধত আচরণ করে

রেবাকে মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন করল। এই অসম্মান অপমান সহ্য করতে না পেরে রেবা মহিলা কমিশনের সহায়তায় ডালসাতে শংকরের শাস্তি দাবি করে কেস ফাইল করেছে। একটা স্কুলে ও কাজ পেয়েছে। ওর এই দুঃসময়ে 'বেহালা কীর্ত্তীকা' রেবাকে উত্তরণের পথ দেখিয়েছে, মূলস্রোতে ফিরিয়ে এনে ওকে লড়াই করে বাঁচতে শিখিয়েছে।

****

সেলিমা বিবি বজবজে থাকে। ২০১৫ সালে ওর বিয়ে হয়। শেখ আমিরের সাথে। ছোটায় ওর শ্বশুর বাড়ি। সেলিমার কথায় প্রথম থেকেই একটু অসংগতি লক্ষ্য করে

ওর চারটে কাউন্সেলিং হয়েছিল। ওর স্বামী ওকে মাঝে মাঝেই মারধর করতো। তিন বছরের বাচ্চা নিয়ে বাড়িতে না জানিয়ে ও মাঝে মাঝেই বাপের বাড়ি চলে যেত। শেষে একদিন ওর স্বামী ওকে এত মারে যে বাচ্চা নিয়ে ও বাপের বাড়ি চলে আসে এবং স্বামী শাশুড়ী ও ননদের নামে অনেকগুলো কেস দিয়ে দেয়। কেস দিলেও কোনো ফলাফল পাওয়া যায়নি। ২০২১ এর ফেব্রুয়ারি মাসে বাচ্চা নিয়ে সেলিমা শ্বশুরবাড়ী ফিরে যায়। ওর শাশুড়ি চা বিক্রী করে। ননদ অন্যত্র থাকে। ওর শাশুড়ি আমাদের কাছে ওকে নিয়ে আসে। সেলিমা কোর্ট পেপারে লিখে জানায় যে ও শ্বশুর বাড়িতেই থাকবে ও কেস তুলে নেবে। ও বাপের বাড়ি ফিরে যেতে চায় না। আমাদের কথায় ওর শাশুড়ি ওকে নিজের বাড়িতে আশ্রয় দেয়। এপ্রিলের শেষে ও একদিন কাউকে না জানিয়ে বাড়ি থেকে নিজের বাচ্চা নিয়ে পালিয়ে যায়। আমাদের সাথে ওর শাশুড়ি ফোনে যোগাযোগ করে সব বলে। সারাদিন সর্বত্র খোঁজ করেও ওর সন্ধান না পেয়ে ২৪ ঘন্টা বাদে ও শাশুড়িকে বজবজ থানায় মিসিং ডায়েরি করতে বলা হয়। ঐ সময়ে বেহালা কীর্ত্তীকার থেকেও সেলিমার শাশুড়ির ফোন থেকে বজবজ থানার পুলিশ অফিসারের সঙ্গে কথা বলা হয়। বিশেষ করে বাচ্চাটির কথা বলা হয়। পুলিশ অফিসারও গুরুত্ব সহকারে সব শোনেন এবং কেসটি নেন। অনেক রাতে বজবজ থানা থেকে ফোন আসে যে মেয়েটি এবং বাচ্চা হলদিয়া থানায় আছে। ওদের আইডেন্টিফাই করে ফেরত নিয়ে আসতে হবে। পরের দিল ভোর বেলায় সেলিমা র শাশুড়ি ও ননদ তাদের ফিরিয়ে আনে। অনেক বলা হলেও মেয়েটির বাবার কোনো সহযোগিতা পাওয়া যায়নি। সেলিমা এখন বাচ্চা নিয়ে বাপের বাড়ি আছে। ফোনে কথা হয়েছে।

বেহালা কীর্ত্তীকা

বেহালা কীর্ত্তীকা স্বপ্ন দেখে হিংসা আর বৈষম্যহীন এমন একটা পৃথিবীর যেখানে সমস্ত নারী এবং শিশুকন্যার জন্য শান্তি, সহযোগিতা আর সম্মানের কোনো অভাব থাকবে না।

বেহালা কীর্ত্তীকা একটি মানবাধিকার রক্ষা ও পারিবারিক সুরক্ষা সহায়ক আইনি পরামর্শ ও সহায়তা দানকারী সংস্থা যার ব্যাপ্তি জেলা, মহকুমা, শহর থেকে প্রত্যন্ত গ্রাম-গঞ্জ পর্যন্ত। বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে যেখানে কাঁদে, সেখানেই শুধুমাত্র কীর্ত্তীকা সোচ্চার নয়, আইনি শিক্ষায় সচেতন করাও তার অন্যতম কাজ। আদালত বহির্ভূত অথচ আইনি পরিবেশনায় ও পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে ন্যায় ও সত্য নির্ভর সমাধানের লক্ষ্যে আপনাকে পৌঁছে দিয়ে মানবাধিকার প্রতিষ্ঠাই আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য।

আমাদের কার্যাবলী

- ☑ যে সব মহিলারা পারিবারিক নির্যাতনের শিকার তাদের আইনি সহায়তা ও পরামর্শদান
- ☑ বিভিন্ন আইন সম্পর্কিত আইনি সচেতনতা শিবির আয়োজন করা হয়
- ☑ ক্ষমতায়নের মাধ্যমে মহিলা ও শিশুকন্যাদের অন্যায় ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে ও রুখে দাঁড়াতে শেখানো
- ☑ অসহায় ও নির্যাতিত পুরুষ, মহিলা ও শিশুকন্যাদের জন্য কাউন্সেলিং
- ☑ শিশুকন্যা পাচার আটকানো, লালবাতি অঞ্চল থেকে অভিযান চালিয়ে শিশুকন্যাদের উদ্ধার এবং তাদের নিরাপদ ও সুস্থ পরিবেশে পুনর্বাসন
- ☑ দুর্গত ও দুঃস্থ শিশুদের জন্য প্রোটেকশন হোম আছে
- ☑ পিছিয়ে পড়া গোষ্ঠী, প্রতিবন্ধী মানুষদের অধিকার সুনিশ্চিত করা, রক্ষা করা এবং প্রচার করা

BEHALA KEERTIKA

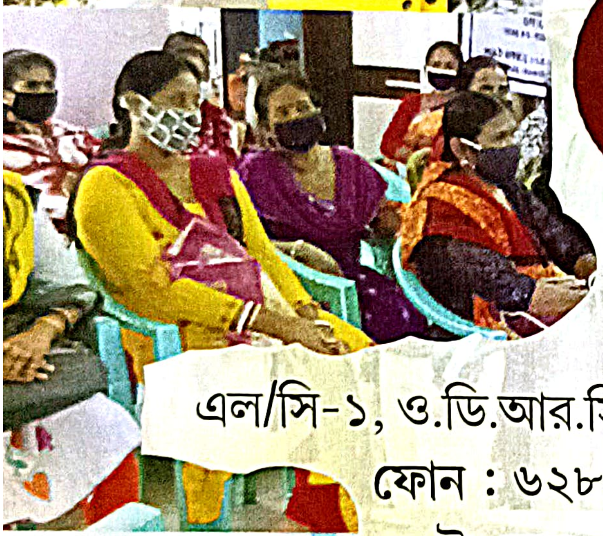

যোগাযোগ

বেহালা কীর্ত্তীকা

এল/সি-১, ও.ডি.আর.সি. হাউসিং এস্টেট, কলকাতা-৭০০ ০৩৮

ফোন : ৬২৮৯৪৮৫৭৬২, ৭০০৩৬৬৬৪২৭

ই-মেল : keertikawithu@gmail.com

THE FUND FOR GLOBAL HUMAN RIGHTS

আর্থিক সহায়তা

দ্য ফান্ড ফর গ্লোবাল হিউম্যান রাইটস্